www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

শারদীয়
আলিপুর বার্তা
প্রকাশিত

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ৩০ ভাদ্র – ৬ আশ্বিন, ১৪২৪ ঃ ১৬ সেপ্টেম্বর – ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 47, 16 September - 22 September, 2017 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

"চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশ তুমি বিতরিছ অন্ন"

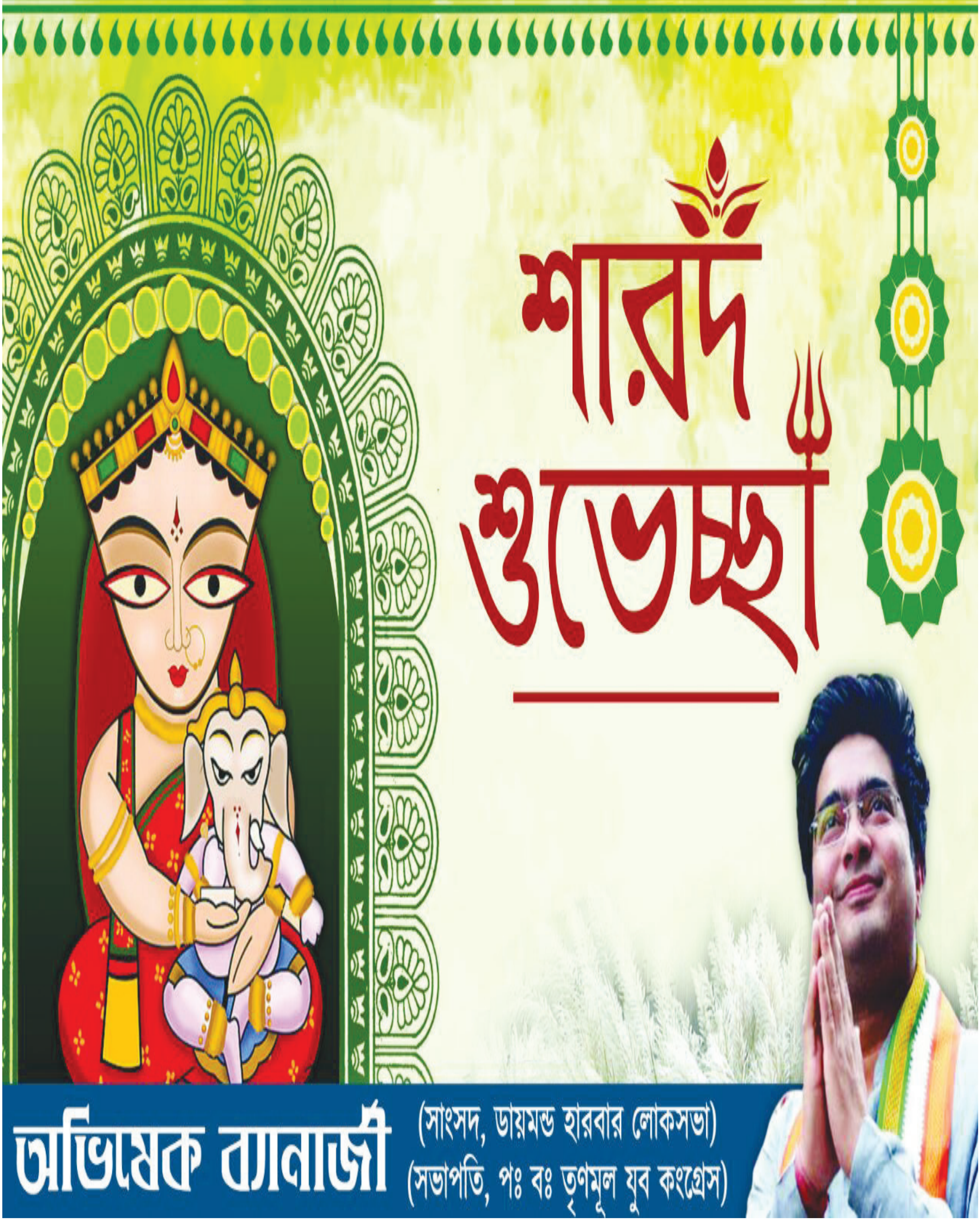

ব্যাঙ্কে ৭৮৮৩ ক্লার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের ১৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৭,৮৮৩ জন ক্লার্ক নিয়োগ করা হবে। এই পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতামান যাচাইয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 'কমন রিক্রুটমেন্ট প্রোসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব ক্লার্কস ইন পার্টিসিপেটিং অর্গানাইজেশনস (সিডব্লুই ক্লার্কস–VII)' নেওয়া হবে ডিসেম্বর–জানুয়ারিতে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ২, ৩, ৯ ও ১০ ডিসেম্বর এবং মেন পরীক্ষা হবে ২১ জানুয়ারি। অনলাইন এই পরীক্ষাটি পরিচালনা করবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)। এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ ব্যাঙ্কে কর্মী নিয়োগের বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে আইবিপিএস।

দেশের সবক'টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ক্লার্ক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ১৩টি ব্যাঙ্কের যে–কোনওটিতে যোগ দিতে চাইলে আগে এই পরীক্ষায় সফল হতে হবে। অনলাইন পরীক্ষায় সফলদের একটি স্কোর কার্ড দেবে আই বিপিএস। ইস্যুর দিন থেকে ১ বছর এই স্কোর কার্ড বৈধ থাকবে।

মনে রাখবেন, ক্ল্যারিক্যাল ক্যাডারের এই লিখিত পরীক্ষাটি যে রাজ্য থেকে দেবেন, পরবর্তীকালে ব্যাঙ্কে সেই রাজ্যের নির্দিষ্ট শূন্যপদে চাকরির জন্যই বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকারি ভাষা লিখতে, পড়তে ও বলতে জানা চাই। তাই এখানে পশ্চিমবঙ্গের ৪১৭টি শূন্যপদ–সহ হিন্দিভাষী রাজ্যগুলি নিয়ে মোট ২,৩৭৬টি শূন্যপদের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাস দেওয়া হল।

সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লার্ক পদে নিয়োগের জন্য যখন বিজ্ঞাপন দেবে, তখন সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে তিনি শুধু আইবিপিএস–এর পরীক্ষার বৈধ স্কোর কার্ডধারীরা আবেদন করতে পারবেন। অন্তত কত স্কোর থাকলে আবেদন করা যাবে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে নিয়োগকারী ব্যাঙ্ক। এরপর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক গ্রুপ ডিসকাশন, ইন্টারভিউ প্রভৃতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী বাছাই করবে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

কাজের খবর

সংশ্লিষ্ট ১৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের তালিকা : এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, অন্ধ্র ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র, কানাড়া ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কক অব ইন্ডিয়া, কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক, দেনা ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইউকো ব্যাঙ্ক।

ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : পশ্চিমবঙ্গ : এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ৯৭টি (সাধারণ ৪২, তফসিলি জাতি ২৬, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২১)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য, ১০টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ৪টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অন্ধ্র ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ব্যাঙ্ক অব বরোদা : শূন্যপদ ২০টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ১)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ৪৩টি (সাধারণ ২২, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৯)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী–প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র : শূন্যপদ ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। কানাড়া ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ৩৫টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৭)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী এবং ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ৭টি (তফসিলি জাতি ৫, ওবিসি ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। দেনা ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ২০টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও দৈহিক প্রতিবন্ধী–প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)। ইউকো ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ১৩০টি (সাধারণ ৬৫, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ৩০)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, দৃষ্টি ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকেব। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ৩৮টি (সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৬)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীর জন্য, ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক বা সমতুল। সঙ্গে কম্পিউটার জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক। কম্পিউটার বিষয়ক সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি কোর্স করে থাকতে হবে। অথবা স্কুল বা কলেজ বা কোনও প্রতিষ্ঠানে অন্যতম বিষয় হিসেবে কম্পিউটার বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি পড়ে থাকতে হবে। যে রাজ্যের শূন্যপদে দরখাস্ত করবে, নেই রাজ্যের সরকারি ভাষা লিখতে, বলতে ও পড়তে জানা চাই।

বয়স : ১–৯–২০১৭ তারিখে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২–৯–১৯৮৯ থেকে ১–৯–১৯৯৭ এর মধ্যে। বয়সসীমায় তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। বিধবা, ডিভোর্সি এবং আইনত বিবাহবিচ্ছিন্ন মহিলারা ফের বিয়ে না করে থাকলে ৯ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরাও নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

পরীক্ষার ধরনধারণ : অনলাইন পরীক্ষা হবে দু'পর্যায়ে— প্রিলিমিনারি ও মেন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (ব্র্যাকেটে প্রতি বিষয়ের নম্বর): ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০), নিউমেরিক্যাল এবিলিটি (৩৫), রিজনিং এবিলিটি (৩৫)। মোট সময়সীমা ১ ঘন্টা। এই পরীক্ষায় পাশ করলে মেন পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হবেন। মেন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (ব্র্যাকেটে প্রতি বিষয়ের নম্বর) : রিজনিং এবিলিটি অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড (৬০), জেনারেল ইংলিশ (৪০), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০), ফিনান্সিয়াল বা জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৫০)। মোট সময়সীমা ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের (স্টেট কোড৪৬) পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল : প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ক্ষেত্রে কলকাতা (বৃহত্তর কলকাতা–সহ), আসানসোল, বর্ধমান, বহরমপুর, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী, শিলিগুড়ি। মেন পরীক্ষার ক্ষেত্রে বৃহত্তর কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী, শিলিগুড়ি। মেন পরীক্ষার ক্ষেত্রে বৃহত্তর কলকাতা, হুগলি, কল্যাণী।

দরখাস্তের নিয়মকানুন : অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ibps.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত।

ফি দেবেন কীভাবে : ফি ৬০০ টাকা (তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। তবে এর সঙ্গে কিছু ব্যাঙ্ক ট্রানজ্যাকশন চার্জ যোগ হবে। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রূপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

অনলাইন দরখাস্তের বয়ান পূরণ করে তা অনলাইনেই 'সাবমিট' করবেন। দরখাস্ত গৃহীত হলে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এগুলি লিখে রাখবেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেলের ২০–৫০ কেবি সাইজের) ও কালো কালিতে করা সই (১৪০×৬০ পিক্সেলের ১০–২০ কেবি সাইজের) আপলোড করতে হবে। দরখাস্ত সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের একটি প্রিন্ট আউট নেবেন। এই প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। এটি সঙ্গে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হতে পারে।

ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্ট, পরীক্ষার কললেটার, নিজের একটি সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে লিখিত পরীক্ষা দিতে যাবেন। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের শূন্যপদের বিন্যাসটি দেওয়া হল এছাড়াও অসম, বিহার, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড় এবং উত্তরাখন্ডেরও বিন্যাস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানতে পারা যাবে। জানার জন্য প্রদত্ত ওয়েব সাইট দেখুন।

টেন্ডার নোটিশ

এত দ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে NIT No. 41/KUL/S24PGS/2017 dated 15/09/2017, NIT No. 42/KUL/S24PGS/2017 dated 15/09/2017, NIT No. 43/KUL/S24PGS/2017 dated 15/09/2017, NIT No. 44/KUL/S24P–GS/2017 dated 15/09/2017 তে PHE ডিপার্টমেন্টের তহবিল থেকে ১০টি এবং NIT No. 45/KUL/S24PGS dated 15/09/2017 বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (রাম শঙ্কর হালদার) তহবিল থেকে ১টি টিউব ওয়েল খননের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে। উক্ত N. I. T নম্বরগুলির শেষ সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে ২১/০৯/২০১৭ বৈকাল ৪টা পর্যন্ত্য। বিশদ জানার জন্য নির্বাহী আধিকারিক, কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি করণে যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

725/15.09.2017

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৬ সেপ্টেম্বর – ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

মেষ : মনের উদ্যম থাকলেও মাঝে মাঝে অবসাদ আসবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা ভাল। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

বৃষ : শিক্ষায় অমনোযোগিতার জন্য মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। পতি বা পত্রীর স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

মিথুন : একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে চললে আপনি লাভবান হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান হতে হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আয় মোটামুটি হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে অবহেলা করবেন না। মনের মধ্যে বিভিন্নরকম সন্দেহ বাসা বাঁধতে পারে, মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে নতুনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুন তাতে আপনার ভাল হবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

সিংহ : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আপনার শিল্পীবোধ অন্যকে আকৃষ্ট করবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ বাধা বিঘ্ন আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। কিন্তু অর্থ আসবে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ।

কন্যা : বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়েও সফলতা পাবেন। মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে সমর্থ হবেন। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করলে যথেষ্ট ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

তুলা : কর্মস্থলে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। পূর্ব পরিকল্পিত কাজগুলি সুন্দর ভাবে করতে সক্ষম হবেন। বয়স্করা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : সন্দেহের বশে অন্যকে কটু কথা বলবেন না। ভ্রাতা বা ভগ্নীর দ্বারা উপকৃত হবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে সফলতা আসবে। ব্যবসায়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়।

ধনু : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। জপ, ধ্যানের দ্বারা শান্তি আনতে হবে। শরীর ভাল যাবে না, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়ার যোগ রয়েছে।

মকর : মনের উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলুন সফলতা আসবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। যাঁরা জমিজমা কাজে লিপ্ত তা ভাল ফল পাবেন অর্থাৎ লাভবান হবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিরঃপীড়ায় বা চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কুম্ভ : প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। খুব চিন্তা–ভাবনা করে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। জেদের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করতে যাবেন না। পড়াশুনায় ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মযোগ শুভ।

মীন : লেখাপড়ায় ভাল ফল পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কর্মে উন্নতি বা নতুন কর্ম লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

শব্দবার্তা ৪৬

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মা দুর্গার পিত্রালয়ে আসা উপলক্ষে গান ৬। 'উত্তর' দিন ৭। জীবনকাল ৮। জমির এক পরিমাণ ১০। ভেক, ব্যাং ১২। আপন নয় ১৩। কল্যাণ, শুভ ১৪ বারংবার বা ক্রমাগত অনুনয়।

উপর–নীচ

২। আয়ু ফুরিয়ে গেছে এমন, মুমূর্ষু ৩। স্বকীয় ৪। সমাধিস্থল ৫। ব্রিটিশ আমলে অনুগতরা এই খেতাব পেতেন ৭। বিদ্যাসাগরের নীতিজ্ঞান বিষয়ক সংকলনগ্রন্থ ৯। 'নীলকমলের আগে — জাগে' ১১। খোলা, অকপট ১২। ধন, টাকাকড়ি।

সমাধান : শব্দবার্তা ৪৬

পাশাপাশি : ১। নকল করা ৫। জয়ী ৬। বাটি ৭। কালঘুম ৯। অবগাহ ১১। রেস্ত ১২। বেদ ১৩। রেল লাইন।

উপর–নীচ : ২। কপিলদেব ৩। রাজটিকা ৪। বলরাম ৮। ঘুড়িলাটাই ৯। অভিধানে। ১০। হরেদরে।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সৌজন্যে
সোমনাথ মণ্ডল
সভাপতি
কাশীপুর-আলমপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস
বজবজ–ব্লক ২, দঃ ২৪ পরগনা

রজত জয়ন্তী বর্ষে
ডোঙাড়িয়া তরুণ সংঘের নিবেদন

''চোখ ধাঁধানো শিল্পকলার আলোয় ভেসে জগদ্ধাত্রী মা আসছে আবার নতুন বেশে''

সবারে জানাই সাদর আমন্ত্রণ

সৌজন্যে **কৃষ্ণ মণ্ডল** সম্পাদক
ডোঙাড়িয়া তরুণ সংঘ

NOTICE

This is to inform that several four wheelers and two wheelers seized by the Excise Department in course of preventive activities have been confiscated by the Collector of Excise, a list of which has been displayed at the Office of the Superintendent of Excise, Diamond Harbour Excise District, Madhabnagar, Diamond Harbour.

Those willing to appeal against the said order may prefer an appeal before the Excise Commissioner, West Bengal having office at 32, B. B. Ganguly Street, Kolkata, PIN–700012, within 30 days, from the date of publication of this notice after which necessary action for disposal of the vehicles shall be initiated as per extant Government Rules and Regulations.

Issued by and on behalf of the
Additional District Magistrate (L.A)
&
Collector of Excise,
South 24 Parganas

১৩৩০(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১৪.০৯.২০১৭

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ৩০ ভাদ্র – ৬ আশ্বিন, ১৪২৪ ঃ ১৬ সেপ্টেম্বর – ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 47, 16 September - 22 September, 2017 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ২৫৫২-০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পচা ভাদ্রের অসহ্য গরমের মধ্যে কলকাতায় ডেঙ্গি হানা।

সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গি রোগী ভর্তি হলেও পুরকর্তারা তা মানতে নারাজ। এমনকি পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গি চাপা দেওয়ার অভিযোগও করছেন শহরবাসী।

রবিবার : ব্যবসায়ী মহল ও বিভিন্ন রাজ্যের দাবি মেনে নিত্য

প্রয়োজনীয় ৩০টি পণ্যে করের হার কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল জিএসটি পরিষদ। জুলাই মাসের রিটার্ন জমার সময়সীমাও বাড়ালো পরিষদ।

সোমবার : কর ফাঁকি দিয়ে বিলাস যাপনের দিন এবার শেষ।

ফেসবুক, ইনস্ট্রাগ্রামের মতো স্যোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে আয়কর দফতর।

মঙ্গলবার : এ এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত। নবীনবরণ উৎসবের নামে

চিত্রতারকাদের এনে নাচা-গানার অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানের আয়োজক তৃণমূল ছাত্র সংগঠন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে গিয়ে কোনওরকম তারকা ছাড়াই অনুষ্ঠানের ছাড়পত্র পেয়েছে।

বুধবার : চাকরিরত অবস্থায় সরকারি কর্মী মারা গেলে বিবাহিত

মেয়েও চাকরির দাবিদার। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার : ডোকালামের ধাক্কা ভুলতে পারছে না চিন। এবার

ব্রহ্মপুত্র ও শতদ্রু নদীর তথ্য দিতে নারাজ তারা। তবে তীর্থযাত্রীদের জন্য না-থুলা পাস খুলে দেওয়ার আলোচনায় রাজি।

শুক্রবার : খাগড়াগড় কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত ফেরার বুরহান

শেখ ধরা পড়ল শিয়ালদহের কাছে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট থেকে। এই দুষ্কৃতীকে ধরার জন্য ৩ লক্ষ টাকা ইনাম ঘোষণা করেছিল এনআইএ।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

কালো টাকার উৎস সন্ধানে আয়কর-কর্পোরেট চুক্তি

ওঙ্কার মিত্র

কড়া দাওয়াই

- প্যান ও অডিটের তথ্য আদান প্রদানে চুক্তি
- ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকার ছানবিন
- অডিটর ও ট্যাক্স বিশেষজ্ঞদের উপর নজরদারি
- কালো টাকার সমীক্ষা রিপোর্ট সংসদীয় প্যানেলে পেশ
- কর ফাঁকি দেওয়া বহু কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের উদ্যোগ
- কর ফাঁকি দেওয়া কোম্পানির এক লক্ষ ডিরেক্টরদের চিহ্নিত করা
- সোশ্যাল সাইটের পোস্ট থেকে জীবনযাপনের তথ্য

কালো টাকার কালো দিন শেষ করতে উঠে পড়ে লেগেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যে নোট বাতিল এবং জিএসটি সারা দেশে ঝড় তুলেছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, প্যান, সিম কার্ডে আধার সংযুক্তি বিতর্ক আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এবার কালো টাকার উৎস সন্ধানে আয়কর দফতর এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক প্যান ও অডিটের তথ্য আদান প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হল গত ৬ সেপ্টেম্বর। এই মৌ চুক্তি বলে প্রতিদিন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মন্ত্রক ও সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্স বিভাগের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান হবে। কর্পোরেট সংস্থাগুলির অডিট রিপোর্ট এবং আয়কর রিটার্নের তথ্য মিলিয়ে দেখা হবে। এই চুক্তির পাশাপাশি কর্পোরেট সংস্থার হিসাবের দায়িত্বে থাকা অডিটরদেরও নজরে আনছে সেবি। ইতিমধ্যে কালো টাকার পরিমানের উপর তিনটি সমীক্ষা সংসদীয় প্যানেলের কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের নির্দেশে নোটবন্দির সময়ে ব্যাঙ্কে জমা কালো টাকার তথ্য ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এনেছে সরকার। শুধু তাই নয়, নোট বাতিলের আগে ব্যাঙ্কের জমা টাকার পরিমাণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কর বিশেষজ্ঞদেরও আয়কর দফতরের লেন্সের মাধ্যমে নজরদারির আওতায় আনছে সরকার। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ফার্মের এক লক্ষের উপর ডাইরেক্টরদের চিহ্নিত করা হয়েছে যারা এখনও করের কাগজ জমা করেন নি। এর ধাক্কায় দু লক্ষ ১০ হাজার কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্রের খবর। চিহ্নিত ডাইরেক্টর দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অপারেশনও বন্ধ করার পথে হাঁটতে পারে সরকার। ইতিমধ্যে আরও ঘোষণা করা হয়েছে ফেসবুক বা অন্যান্য সোশ্যাল সাইটে পোস্ট করা ছবি দেখেও কর ফাঁকি ধরার পরিকল্পনার কথা। সব মিলিয়ে কর ফাঁকি ও কালো টাকার চলাচল ধরার ক্ষেত্রে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না কেন্দ্রীয় সরকার।

এতসব ব্যবস্থার ইঙ্গিত অবশ্য ইতিমধ্যেই দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী জিএসটি উদ্বোধনের পরের দিন দেশের চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের সম্মেলনে। তিনি সেখানে জানিয়েছিলেন যে পরিমাণ ভারতবাসী বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছেন তাদের বেশির ভাগই আয়করের আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছেন। সেই বক্তৃতার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে একের পর এক সিদ্ধান্তে। অনেকে প্রধানমন্ত্রীর সেই বক্তৃতাকে তখন খুব একটা আমল দিতে চাননি। ভেবেছিলেন এমন কথা আগের সরকারও বলেছে কিন্তু করে দেখাতে পারেনি। অথচ চলতি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম থেকেই নানা যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কালো টাকার উৎস সন্ধানে নেমেছে সরকার। যে কোনও মূল্যে কালো টাকা রুখতে প্রধানমন্ত্রী যে বদ্ধপরিকর এইসব সিদ্ধান্তে তা স্পষ্ট। সূত্রের খবর আরও একগুচ্ছ ব্যবস্থা ঘোষিত হতে পারে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। তবে দীর্ঘদিনের দুর্নীতির অভ্যাসে একাধিক কড়া দাওয়াই রাজনৈতিক সাফল্যের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

নিত্য নতুন কায়দায় এখনও চলছে গরুপাচার

পার্থ ঘোষ

সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি দিয়ে গরু পাচার চলছিল বহুদিন ধরেই। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এই চোরাচালান নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু গরু পাচারকে কেন্দ্র করে নানাপ্রকার চোখ ধাঁধানো পন্থা অবলম্বন নতুন করে ভাবাচ্ছে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য করার দুটি সীমান্ত হল বসিরহাটের ঘোজাডাঙা এবং বনগাঁ এলাকার পেট্রাপোল সীমান্ত। এই দুটি এলাকা বাদে স্বরূপনগরের বিথারী সীমান্ত বা আংরাইল বর্ডার অথবা কখনো কখনো কালিয়ানি বর্ডার বা বাগদা এলাকার সুটিয়া দিয়ে গরু পাচার চলছে। শুধু তাই নয়, ইছামতী নদী এলাকার কয়েকটি জায়গায় কাটাতার না থাকার কারণে গরু ছাড়াও জাল টাকা, সর্ষে, ঘি এমনকী দুষ্কৃতীরাও পারাপার করছে ইচ্ছে মতো। তবে এই সকল এলাকা দিয়ে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে গরু পাচার, স্বভাবতই চিন্তার ভাঁজ ফেলতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষজন ও প্রাশাসনিক কর্তাদের চোখে ধুলো দিতে বড় গাড়ি ছাড়াও কখনো কখনো ছোট গাড়ির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। বড় গাড়িতে কখনো সিমেন্ট সাজিয়ে, কখনো সর্ষে ভর্তি গাছ নিয়ে, কখনো ধানের বস্তা সাজিয়ে ভেতরে গরু পারাপার চলছে। শুধু তাই নয় কিছুদিন আগে মছলন্দপুরে তিন আমতলা মোড় থেকে একটি টাটা সুমো গাড়িকে আটক করা হয়েছে যার মধ্যে ৮টি গরু ছিল। গরুপাচারের এই অভিনবত্ব তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। ছোট গাড়িগুলির পেছনের সিট উড়িয়ে তাতে গবাদি পশুর পা বেঁধে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ছোট গাড়ি হওয়ার সুবাদে কম সময়ে পৌঁছানও যায় তাড়াতাড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে এমনই একটি ছোট ইন্ডিকা গাড়ি ঝড়ের বেগে আসছিল বনগা-রামনগর রোড ধরে। আংরাইলের কাছে আসতেই বিএসএফ-এর টহলরত জওয়ান সেই গাড়িটিকে থামানোর চেষ্টা

করলে তাকে ধাক্কা মারে ইন্ডিকা গাড়িটি। বিএসএফ-এর ৬৪ নম্বর ব্যাটেলিয়নের ওই জওয়ান তুষারকান্তি দাস ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এরপর এক পথচারীকে আঘাত করে পাশের একটি দোকানে সজোরে আঘাত করে থেমে যায় গাড়িটি। চালক পালিয়ে গেলেও খালাসি পাচারকারীকে ধরে ফেলে এলাকার মানুষ। গাইঘাটা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গাড়িটির মধ্যেই ৭টি গরু বাধা অবস্থায় ছিল। এবং তার মধ্যে ৩টি গরুকে মৃত হিসাবে পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে আরও খবর বাদুড়িয়া অস্থিরতা কাণ্ডের পরে পুলিশের সক্রিয়তার কারণেই নতুন নতুন পাচারের পথ নিচ্ছেন কারবারীরা। আর তাতেই দুর্ঘটনা বাড়ছে। পরিসংখ্যানের বিচারে কম হলেও চোরাকারবারীদের পুরোপুরি নাগাল এখনও পাচ্ছে না জেলা প্রশাসন। এ বিষয়ে জরুরি বৈঠকও ডাকা হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়িয়ে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা চলছে।

ভিনরাজ্য থেকে উদ্ধার ৩ কন্যা, ধৃত ১

মেহেবুব গাজী

উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লির পতিতাপল্লী থেকে এ রাজ্যের পাচার হয়ে যাওয়া ৩ জন কমবয়সী মেয়েকে উদ্ধার করল ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ। গত ৬ মাস আগে ডায়মন্ড হারবারের উত্তর হাজিপুর ও কবিরা এলাকা থেকে ৩ জন মেয়েকে পাচার করে দেওয়া হয়েছিল। সপ্তাহখানেক আগে এক নাবালিকার খোঁজ মেলে দিল্লির এক পতিতাপল্লীতে। সেই নাবালিকার সূত্র ধরে ডায়মন্ড হারবার মহিলা থানার ওসি অমৃতা দাস, এসআই চিরঞ্জিত বিশ্বাস দিল্লিতে অভিযান চালিয়ে ৩ জনকে উদ্ধার করল। পাচারের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের এক মহিলা মুর্শিদা বিবিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মূল অভিযুক্ত মুর্শিদার স্বামী রাজু নস্করকে খুঁজছে পুলিস। ধৃত মুর্শিদাকে বুধবার ডায়মন্ড হারবার আদালতে তোলা হলে ৬ দিনের পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। উদ্ধার মেয়েরাও আদালতে গোপন জবানবন্দী দেয়। উদ্ধার ৩ জনের মধ্যে একজনকে হোমে ও বাকি দু'জনকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

কবিরার বাসিন্দা বছর ১৬ ও বছর ১৮ দুই তরুণী। স্থানীয় স্কুলে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ার পর স্কুলছুট হয়ে যায় দু'জন। একই গ্রামের বাসিন্দা অভাবী পরিবারের দুই তরুণী সম্পর্কে আত্মীয়। ৮ মাস আগে রাজু নামে এক যুবকের সঙ্গে ফোনে আলাপ হয় দু'জনের। প্রেমের অভিনয় করে রাজু ২ জনকে গত ছ' মাস আগে ডায়মন্ড হারবারে ডেকে নেয়। ২ তরুণী বাড়িতে বলে এসেছিল জামাকাপড় কিনতে যাচ্ছি। কিন্তু সেদিন আর বাড়ি ফেরেনি দু'জন।। সেদিন অচৈতন্য করে পাচারকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ২ জনকে। এরপর ঠাঁই হয় দিল্লির এক পতিতাপল্লীতে। ডায়মন্ড হারবার থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে দুই পরিবার। এরমধ্যে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ থেকে গোপন সূত্রে পুলিশ নিখোঁজের মেয়েদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পায়। সেই সূত্র ধরে অভিযান চালায় পুলিশ। অন্যদিকে উত্তরহাজিপুরের বছর উনিশের এক মেয়েকে বিয়ের টোপ দিয়ে পাচার করে দেওয়া হয়েছিল গাজিয়াবাদে। সেখানে পতিতাপল্লীতে দিনের পর দিন জোর করে দেহব্যবসায় বাধ্য করানো হয়। পুলিশ সেই তরুণীকেও উদ্ধার করেছে। পুলিশের রেকর্ডে বারবার রাজু নাম উঠে আসে, এই নিয়ে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

উৎসবে জঙ্গি নাশকতার আশঙ্কা গোয়েন্দাদের

কুনাল মালিক

অনেক আগে থেকেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা দফতর আশঙ্কা করছিল উৎসবের সময়ে রাজ্যে জঙ্গি অনুপ্রবেশ এবং নাশকতা ঘটার আশঙ্কার কথা। গত বৃহস্পতিবার রাতে খোদ কলকাতা মহানগরীর মুচিপাড়া থানা এলাকার বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট থেকে খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের মূল চক্রী বুরহান শেখকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অফিসাররা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ বুরহান শেখ-এর জন্য ৩ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

প্রসঙ্গত ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর দুর্গাপুজোর মহা অষ্টমীর দিন বর্ধমানের খাগড়াগড়ের একটি বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। সেই ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়। সিআইডির কাছ থেকে তদন্ত ভার নেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ। তারপর জানা যায় এ রাজ্যে বসেই বাংলাদেশে নাশকতার ছক করছিল জঙ্গি সংগঠন জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ। ওই ঘটনার মূল চক্রী ছিল শেখ বুরহান। কলকাতা পুলিশ এর আগেও ওই ঘটনায় অভিযুক্ত বেশ কয়েকজনকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করেছিল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর পর পর বেশ কয়েকজন মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরা পড়ায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রীতিমতো উদ্বিগ্ন। এই রাজ্য তথা কলকাতা কি জেহাদি জঙ্গিদের ''সেফ করিডর'' হয়ে গেল? কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে পুজোর মুখে বা পুজো পরবর্তী সময়ে এ রাজ্যের সীমান্ত লাগোয়া শহরতলিতে বসিরহাটের মতো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। বুরহান শেখ ধরা পড়ায় জেহাদি মৌলবাদীরা পাল্টা প্রত্যাঘাত হানতে পারে। সূত্রের খবর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ শীঘ্রই জেরা করবে বুরহান শেখকে। রাজ্যের কোথায় কোথায় জেহাদি চক্রের জাল ছড়ানো হয়েছে তা জানতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা মুখিয়ে আছেন। তবে পুজোর সময় যাতে শহর ও শহরতলিতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন থাকে তার জন্য পুলিশি নজরদারির ওপর জোর দিচ্ছে রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাও পৃথকভাবে বিভিন্ন থানা এলাকায় নজরদারি শুরু করেছে।

নেতাজির সরস্বতী আজও যোদ্ধা

প্রিয়ম গুহ

আজ তামিলনাড়ুতে বসবাস করেন সরস্বতী রাজামণি। তার জন্ম বর্মার রেঙ্গুনে যার এখনকার নাম মায়ানমার। তার বাবা অন্যতম এক ধনী ব্যক্তি। তাদের ছিল সোনার খনি। রাজামণি তার বাবা মার সঙ্গে নেতাজির সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের যাবতীয় সোনা-গয়না, টাকাপয়সা মাত্র ১৬ বছর বয়সে তুলে দেন নেতাজির হাতে। সেই সময়ে নেতাজি তার নাম দেন সরস্বতী রাজামণি। তারপর শুরু হয় এক দুঃসাহসিক অধ্যায়। ১৯৪২ সালে সরস্বতী আইএনএ-এর রাণী ঝান্সি রেজিমেন্টে যোগ দেন তার এক বন্ধু দুর্গার সঙ্গে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেতাজি তাদের দায়িত্ব দেন। তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ইংরেজ সরকারের যে সমস্ত কর্তাব্যক্তিরা ছিল তাদের গোপন খবর যোগাড় করার অর্থাৎ গুপ্তচরের কাজ। খুবই কঠিন কাজ কিন্তু তারা সেই সাহস নিয়ে এগিয়ে চলল দেশ স্বাধীনের তাগিদে। তারপর সেই সময়কার ইংরেজ কর্তার বাড়িতে দুর্গা সাফাইয়ের কাজ নিল। খুব সহজেই বিশ্বাস অর্জন করল তাদের। এরপর অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজেও নিযুক্ত হয়ে গেল। ব্যাস কেল্লা ফতে। সমস্ত গোপন কাগজপত্র ঘেঁটে খবর যেতে লাগল নেতাজির কাছে। বেশ অনেকদিন কাজ করার পর একদিন ধরা পড়ে গেল দুর্গা। কারাদণ্ড দেওয়া হল তাকে। সরস্বতী অবশ্য ধরা পড়েননি। কারাগার থেকে দুর্গাকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরস্বতী এসে উপস্থিত। সরস্বতী কারামুক্ত করল দুর্গাকে। কিন্তু জানাজানি হয়ে যাওয়ায় দুর্গা পায়ে গুলি খেল। তবুও পালাতে সমর্থ হল। তারপর কিছুদিন জঙ্গলে জঙ্গলে অতি কষ্টে দুজনে থাকে। একদিন এক ব্যক্তি ভগবান রূপী দূত হিসাবে তাদেরকে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ততদিনে শেষ। রেঙ্গুনে তাদের যাবতীয় ধনদৌলত, এমনকি সোনার খনিটিও আইএনএ তথা আমাদের দেশনায়কের হাতে তুলে দিল তার পরিবার। তারপর দেশ স্বাধীন হল তারা ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। কিন্তু এই দুর্গা-সরস্বতীর অবদান অবশ্য আজ পর্যন্ত কোনও স্বীকৃতি পায়নি আমাদের এই তথাকথিত স্বাধীন দেশে। সরস্বতী রাজামণি তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে স্বাধীন ভারতে বহু বছর তাকে সেলাই করে দিনযাপন করতে হয়েছে। তামিলনাড়ুর সে জায়গার মানুষ এই নায়িকার নাম মনে রাখেনি। এমনকি এই নায়িকার বাড়িও কেউ জানে না। আমাদের এটাই দুঃখ যে দেশ এগিয়ে চলেছে। ৭০ বছরের স্বাধীনতা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে। কিন্তু এই ৯৩-এর সরস্বতী রাজামণি বা এইরকম দুর্গা-সরস্বতী আজও দেশের এক কোণে ছোট্ট ঘরের শুধু একটু সম্মানের অপেক্ষায়। তবুও সান্ত্বনা জয়ললিতা সরকার তাকে কিছু সাহায্য করেছে। কিন্তু আমাদের এই হতভাগ্য দেশে 'ফ্রিডম ফাইটার পেনশনে'র অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন নি তিনি।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত আজাদহিন্দ বাহিনীর অংশ রাণী ঝাঁসি রেজিমেন্টের গুপ্তচর সরস্বতী রাজামণি। -নিজস্ব চিত্র

তিনি চান নারীশক্তির বিকাশ। নারীশক্তির জয়যাত্রা। আশাকরি আসন্ন দুর্গাপুজোয় আমরা যখন শক্তিরূপের আরাধনা করব তখন এই সব অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় এগিয়ে চলব। সম্প্রতি কলকাতায় এই চলন্ত ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছিল কিছু মানুষ তা অবশ্য 'অভিভক্তি মহিলা সমিতি'র তত্ত্বাবধানে। সল্টলেকের ওকাকুরা ভবনে রাজামণির জীবনী নাট্যরূপ তুলে ধরেছিলেন তারা। তাদেরই এক কর্তার কথায় জানা যায়, সরস্বতী দেবীর বাড়ি খুঁজতে তাদের কতটা বেগ পেতে হয়েছে। শেষে এক পান বিক্রেতার কাছে সন্ধান পান এই মহানায়িকার । হায়রে আমাদের দেশ! এইদিন ২০১৭-র রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান সম্মাননায় ভূষিত করা হয় তাকে। ভূষিত করেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি রাজশ্রী চৌধুরী, সম্পাদক বিবেক রায়, পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত, আলিপুর বার্তার সম্পাদক নেতাজি গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। বিভিন্ন প্রশ্নবাণ সরস্বতী রাজামণির কাছে মানুষ রাখে।

কিন্তু তাঁর একটাই উত্তর তিনি বলেন, শক্তি জোগানোর মন্ত্র হল, 'জয় হিন্দ'। তিনি এখনও মানুষের সঙ্গে দেখা হলে প্রথম সম্বোধন 'জয় হিন্দ দিয়েই করেন। তবে এর মধ্যে একটি উত্তর তিনি দেন, যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে। তিনি ইতস্তত না করে সরাসরি উত্তর দেন, মোটেই না। কারণ আগের দিন তাদেরকে বলা হয়েছিল এরকম খবর রটবে, তাতে যেন তারা কান না দেয়, বিচলিত যেন না হয়। কারণ নেতাজি সেই সময় সাবমেরিনে করে চলে যান দেশ স্বাধীনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে। তবে এখনও কেন কিছু মানুষ এই মিথ্যাকেই আশ্রয় করে চলেছেন কিসের স্বার্থে?

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ১৬ সেপ্টেম্বর – ২২ সেপ্টেম্বর , ২০১৭

ঋতব্রতকে তাড়িয়ে ফের কালিদাস হল সিপিএম

রাজ্যে ক্ষমতায় থাকাকালীন বামেদের তথা সিপিএমকে নিয়ে গণমাধ্যমগুলিতে লেখার একেবারে ছড়াছড়ি পড়ে যেত। কমরেডরা যাকে কটুক্তি করে বলতেন, বুর্জোয়া মিডিয়ার অপপ্রচার। বীরপুঙ্গবদের অনেক অত্যাচারের কথাই তুলে ধরত এইসব গণমাধ্যম। তার জন্য কম ঠেলা বা হ্যাঁপা পোহাতে হত না তাঁদের। সাংবাদিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত শাসকের হার্মাদ বাহিনী। ক্ষমতার বাইরে যাওয়ার পর গত ৬ বছরে প্রথম দিকে বামেদের নিয়ে মিডিয়ার প্রচুর আগ্রহ ছিল। হবে নাই বা কেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর রাজত্ব করা একটা দল। অনেক সময় মনে হত তৃণমূল সরকারটা খুবই নড়বড়ে, ল্যাকপ্যাকে। তার ওপর পূর্বসূরী বামেদের অনেক দোষেই ঘাসফুল বাহিনী দুষ্ট। দুর্নীতির বোঝাই বোঝাই অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাংলার মানুষ একবার বামেদের অত্যাচারের জাঁতাকল থেকে বেরতে পেরে যে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে তা হাতছাড়া করতে চায়নি সহজে। ফলস্বরূপ হাজারো ভুলভাল কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেও রক্ষা পেয়ে গিয়েছে তৃণমূল দল তথা সরকার।

কিন্তু আলোচনাটা মোটেই তা নিয়ে নয়। বরং এই কবছরে রাজ্যে বিরোধী দলের মানচিত্র থেকে প্রায় মুছে গিয়েছে সিপিএম। অন্য বাম দলগুলির অবস্থা তো আরও তথৈবচ। তার ওপর একসময়ের প্রবল শত্রু (শ্রেণি শত্রু বলাটাই শ্রেয়) কংগ্রেসের হাত ধরার পর থেকে সিপিএমের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়েছে। তাদের ঠেলে সরিয়ে কংগ্রেস হয়ে উঠেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। গতিপ্রকৃতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে অচিরেই না সিপিআইএমএল, এসইউসি'র মতো অবস্থা হয় এই ভয় এখন কাঁটা হয়ে রয়েছে আলিমুদ্দিন। শাসক তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে এসেছে বিজেপি। এর মধ্যেই হঠাৎ করে ব্যাক বেঞ্চে চলে যাওয়া সেই সিপিএম ফের উপর্যুপরি প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছে গণমাধ্যমগুলির একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় বা মূল ফোকাসে। সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পর্ব দিয়ে সিপিএমের এই পুনরুত্থান হয়েছে অন্তত মিডিয়ার কাছে। তরুণ এই সাংসদকে যেভাবে দল থেকে বের করল সিপিএমের ধ্বজাধারী ব্রিগেড তাতে মনে হচ্ছিল নবমী তিথির অনেক আগেই ছাগ বলিটা সম্পাদন করা হল। কিন্তু প্রশ্ন হল ঋতব্রত'র এই বলিদানে কি আদৌ অক্সিজেন ফিরে পাবে সিপিএম কিংবা ভগ্নপ্রায় বামপন্থীরা। উত্তরে বলতে হয় ঋতব্রত'র মতো সুবক্তা, তরুণ তুর্কীকে হারিয়ে সিপিএম তাদের শক্তি আরও ক্ষীণ করে ফেলল। প্রমাণ হল একে গোপালন ভবনে প্রকাশ কারাটের দ্বারা পরিচালিত পুতুল খেলায় শামিল এ রাজ্যের অনেক বড় নেতাই। যাঁরা ঋতব্রত'কে তাড়ানোর জন্য এতদিন তাদের সোশ্যাল সাইট ভরিয়ে ফেলেছিলেন। তবে গৌতম দেব, সুজন চক্রবর্তী মায় বুদ্ধদেব ভট্টচার্যরা যে মোটেই খুশি নন এ কথাও পাশাপাশি সত্য।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কিন্তু তাঁহার মনের মতো সুপুরুষ পাওয়া যাইতেছিল না। অনেকবার এইরূপ স্বয়ংবর সভা আহূত হয়, তথাপি রাজকন্যা কাহাকেও মনোনীত করিতে পারেন না। এই স্বয়ংবর সভাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছিল। এই সভায় পূর্ব পূর্ব বার অপেক্ষা অধিকতর লোক সমবেত হইয়াছিল, এবং এই সভার দৃশ্য অতি চমৎকার ও অদ্ভুত হইয়াছিল।

সিংহাসনে সমাসীনা রাজকন্যা সভায় প্রবেশ করিলেন এবং বাহকগণ তাঁকাকে সভামধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রইয়া যাইতে লাগিল। রাজকন্যা কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। এবারেও স্বয়ংবর সভা পূর্ব পূর্ব বারের মতো ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া সকলেই রিৎসাহ হইতে লাগিল। এমন সময় এক যুবা সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার রূপের

প্রভা দেখিয়া বোধ হইল যেন স্বয়ং সূর্যদেব আকাশমার্গ ছাড়িয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সভার এককোণে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন–কি হইতেছে। রাজকন্যাসহ সেই সিংহাসন তাঁহার নিকটবর্তী হইল। রাজকন্যা সেই পরম রূপবান সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র বাহকদিগকে থামিতে বলিয়া সন্ন্যাসীর গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। যুবা সন্ন্যাসী মালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'এ কি নির্বুদ্ধিতা! আমি সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে বিবাহের অর্থ কি?' সেই দেশের রাজা মনে করিলেন, লোকটি বোধ হয় দরিদ্র, সেইজন্য রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে সাহস করিতেছে না, অতএব তিনি বলিলেন, আমার কন্যার সহিত তুমি এখনই অর্ধেক রাজত্ব পাইবে এবং আমার মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্য।' এই বলিয়া সন্ন্যাসীর গলায় আবার মালা পরাইয়া দিলেন। কি বাজে কথা। আমি বিবাহ করিতে চাই না, তবু এ কি?' বলিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় মালা ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে সেই সভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ফেসবুক বার্তা

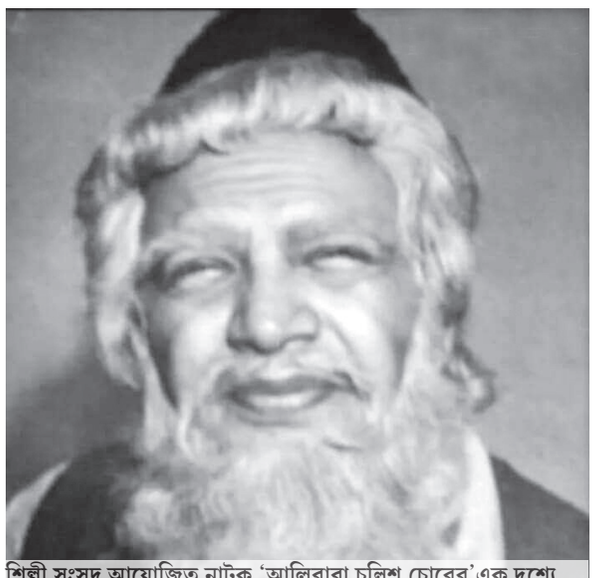

শিল্পী সংসদ আয়োজিত নাটক 'আলিবাবা চল্লিশ চোরের' এক দৃশ্যে মহানায়ক উত্তম কুমার

বেটে–খাটো ছোট কলেবর এক মানুষের সাগরসম বিশাল হৃদয়ের গল্প

নির্মল গোস্বামী

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ। বর্ধমানে দারুণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয়েছে। কলিকাতার এক দয়ালু মানুষ এই বিপর্যয় থেকে মানুষকে উদ্ধারের মানসে বর্ধমানের স্থানে স্থানে হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি খুলেছেন। সেখানে ওষুধ–পথ্যের টাকা এমন কি পরিধানের বস্ত্রও দেওয়া হয়। এই মানুষটি যখনই বর্ধমানের স্টেশনে নামতেন তখনই অনেকে ভিক্ষার জন্য তাঁকে ঘিরে ধরত। একদিন ভিড়ের মধ্যে একটি মলিন জীর্ণশীর্ণ বালক একটি পয়সা চেয়ে হাত পাতলে এই দয়ালু মানুষটি বালকের উজ্জ্বল চোখ দুটি দেখে তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন হ্যাঁরে তোকে যদি দুটি পয়সা দিই তাহলে কি করবি? ছেলেটি ভাবল বাবু বোধহয় পয়সা দেবে না। তাই চলে যাচ্ছিল লোকটি তার হাত ধরে কাছে ডেপে বলল সত্যি বলছি বল না কি করবি? ছেলেটি বলল দুটি পয়সার খাবো আর দুটি পয়সা মাকে দেবো। লোকটি বলল যদি চার আনা দিই তাহলে কি করবি? ছেলেটি বলল দু আনার চাল কিনে নিয়ে যাব তাতে মা'য়ে ব্যাটার যে কদিন চলে চলবে। আর আনার আম কিনে বিক্রি করব তাতে দু আনা লাভ হলে আবার তা দিয়ে চাল কিনব। বাবুটি খুশি হয়ে ছেলেটিকে ১ টাকা দিলেন। ছেলেটি অবাক চোখে ভদ্রলোকটিকে দেখল। বাবুটি নিজ কাজে চলে গেলেন।

এর দু বছর পরের ঘটনা। সে দিনের সেই বাবুটি বর্ধমান স্টেশনে নেমে এক পরিচিত লোকের দোকানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন। একদিন সেইভাবে ওই পরিচিতের দোকানে বসে আছেন এমন সময় একটি ছেলে এসে বলল বাবু আমার দোকানে একটু বসতে হবে। বাবুটি বললেন তুমি কে? তোমাকে তো আমি চিনি না, তোমার দোকানে আমি বসব কেন? ছেলেটি বলল আপনাকে আমি চিনি, আপনি হয়তো আমাকে ভুলে গিয়েছেন। একদিন আপনার কাছে ১ পয়সা ভিক্ষা চেয়ে ছিনু আপনি ১ টাকা দিয়ে ছিলেন। সেই টাকা থেকে আট আনার আম কিনে ব্যবসা শুরু করি। লাভের টাকা জমিয়ে জমিয়ে এখন একটা মণিহারি দোকান করেছি আপনি যদি দয়া করে একটু আমার দোকানে বসেন। বাবুটি ছেলেটির মাথায় হাত দিয়ে আশীবাদ করলেন এবং তার দোকানে গিয়ে বসলেন।

এবার বলি বাবুর কথা— বাবুটি ছিলেন ঈশ্বর চন্দ্র শর্মা ওরফে আমাদের বিদ্যাসাগর। মেদিনীপুরে ১৪৭২ শকাব্দে ১২ আশ্বিন ইংরাজি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর মহামায়ার আগমনের প্রাককালে বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় পিতা ঠাকুরদাস বাড়িতে ছিলেন না। তিনি কুমারগঞ্জের হাটে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় পথে তাঁর পিতা রামজয়ের সঙ্গে দেখা হয়। রামজয় বলেন ঠাকুরদাস আজ আমাদের ঘরে একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে। ঠাকুরদাস ভাবেন যে সত্যসত্যই বোধ হয় গর্ভবতী গাইটার বাছুর হয়েছে। তাই তিনি বাড়ি ফিরে প্রথমেই গোয়াল ঘরে বাছুর দেখতে যান। পরে ভুল ভাঙে। পিতা যে তার সদ্যজাত পুত্রের ললাট দর্শন করে অমোঘ ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন এই সত্য জীবন ভোর তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর ছিলেন একগুঁয়ে মানুষ। একবার যা করবেন বলে স্থির করেন সারা পৃথিবী তাঁর বিপক্ষে গেলেও তিনি সেই কার্য সমাধা না করে ক্ষান্ত হতেন না। বালক থেকে প্রৌঢ় কাল অবধি তাঁর এই একগুঁয়ে মনোভাবের কার্যক্রম জারি ছিল এবং তাঁরই ফলশ্রুতিতে আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে অনন্য শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক এক বাঙালিকে ভগবানের দূত হিসাবে পেয়েছিলাম।

তাঁর দরিদ্র পীড়িত কষ্ট সাধ্য ছাত্রজীবনের কথা আমরা অনেকেই জানি। আবার এ যুগের অনেক ছাত্ররা জানেও না। বোধহয় সে সব কাহিনী পড়ানো হয়। প্রদীপের আলোয় তখন পড়াশোনা হত। কিন্তু জ্বালানি রেড়ির তেল কেনার পয়সার অভাবে রাতে রাস্তার সরকারি গ্যাসের আলোয় পড়াশোনা করতে হয়েছিল তাঁকে। যে অমানবিক কষ্টা সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে তা আজকের যুগের ছাত্ররা কল্পনাও করতে পারবে না। ওই যে ঠাকুরদার ব্যাখ্যা অনুযায়ী এঁড়ে বাছুরের গোঁ–ই তাঁকে সমস্ত বাধা অতিক্রমে সাহায্য করেছিল। জেদ কে অনেকে চরিত্রের বদগুণ হিসেবে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জেদ থেকে শিক্ষা নিলে উত্তরণের পথ সহজ হয়।

তাঁর দানের কাহিনী যতটুকু প্রকাশ হয়েছে তাতে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। অনেকেই তাঁকে দয়ার সাগর বলে অভিহিত করতেন। তিনি যে কাকে কত টাকা দান করলেন তা অনেকেই জানতে পারত না। এমন অদ্ভুত কথা কেউ কোন দিন শোনে নি বোধ হয়। যে যাকে দান করছে সেই জানতে পারছে না কে কাকে দান করল।

এমনি এক ঘটনা একদিন সকাল বেলায় বিদ্যাসাগর আর রাজেন্দ্রনারায়ণ হেঁদুয়ার ধারে ভ্রমণ করছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ গঙ্গা স্নান করে বিরস বদনে চিন্তাকুল হয়ে পথে যাচ্ছেন। বিদ্যাসাগর দেখেই বুঝলেন যে ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই বিপদগ্রস্ত। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার কি কোনও বিপদ হয়েছে? ব্রাহ্মণ সবিনয়ে বললেন, আমি সদবংশজাত ব্রাহ্মণ আতান্তরে পড়ে এক ধনীর নিকট হতে ৩৫০০ টাকা ঋণ করেছিলাম। সময় মতো

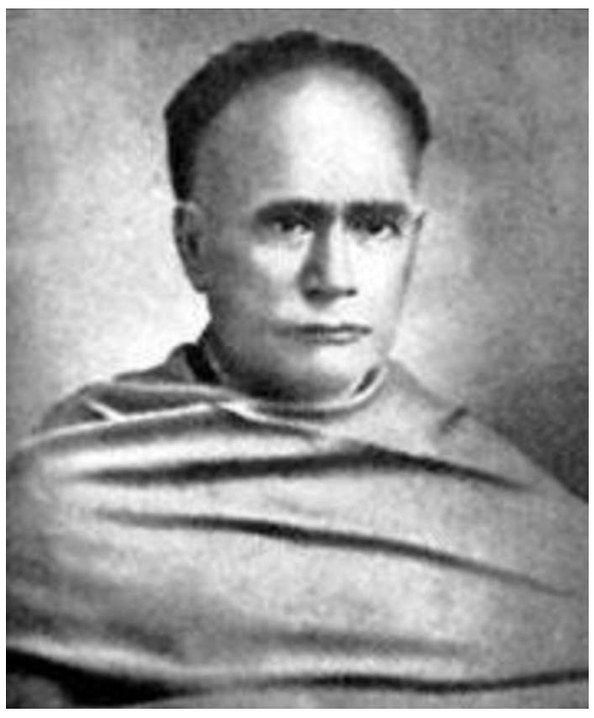

পরিশোধ করতে পারিনি। আদালতে মামলা ঠুকেছে। এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ব্রাহ্মণের ছেলে এ জীবনে কারাবাস বোধ হয় এড়ানো গেল না। বৃদ্ধের চোখের জল দেখে বিদ্যাসাগরের হৃদয় দ্রবীভূত হল। তিনি কৌশল করে মামলার খুঁটিনাটি বিষয় জেনে নিলেন। পরদিন বন্ধু রাজনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে আদালতে গিয়ে সুদ সমেত টাকা ওই ব্রাহ্মণের নামে জমা করলেন। উকিলকে বলে দিলেন খবরদার আমার নাম যেন ব্রাহ্মণ জানতে না পারে। সত্যিই সেই ব্রাহ্মণ কোনও দিন জানতে পারে নি যে কে তাঁর হয়ে ঋণ শোধ করল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মাস দুয়েক পরে। একদিন রাজনারায়ণের সঙ্গে রাস্তায় ওই ব্রাহ্মণের দেখা। রাজনারায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন কেমন আছেন? ব্রাহ্মণ চিনতে পেরে হাসি মুখে বললেন ভালো আছি। জানেন তো কোনও এক সহৃদয় ব্যক্তি আমার ঋণ শোধ করে জেল খাটা থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু বাবা আর্জি নিয়ে কেউই কর্ণপাত ত করেনি। তাই দিন রাত ভাবছি এতো কোনও মানুষের কাজ হতে পারে না। দেবতাই মানুষের রূপ ধরে এসে ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করেছে। ১৮৫৬ সালে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার টাকা আজকের যুগে তার মূল্য কত হতে পারে পাঠকগণ কল্পনা করুন।

হ্যাঁ সত্যিই তাঁকে জীবন্ত দেবতা ভাবত পোড়া বাঙলা দেশের অসংখ্য অসহায় সম্বলহীন বিধবারা। এমন ৪০০ বিধবাকে মাসোহারা দিয়ে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন যিনি তাঁকে দেবতা ছাড়া আর কীই বা ভাবা যেতে পারে। তাঁর কলকাতার বাড়িতে সব সময় ১৫–২০ জন দরিদ্র ছাত্র থেকে খেয়ে পড়াশোনা করত। ৭৬–এর মন্বন্তর ইংরেজ শাসনের প্রথম কুফল। না খেতে পেয়ে মানুষ পশুর মতো মরছে। বীরসিংহ গ্রামে তাঁর জননী ভগবতীদেবীও একাই অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। পরে বিদ্যাসাগর খবর পেয়ে স্থায়ী লঙ্গরখানা খোলেন। প্রতিদিন ৪০০–৫০০ লোক খেত লঙ্গর খানায়।

প্রতিদিন খিচুরি দেওয়া হতো। সপ্তাহে একদিন মাছের ঝোলের ব্যবস্থা ছিল। প্রায় ৯ মাস এই ভাবে নিজ অর্থে দরিদ্র সেবা করছেন। তিনি যে শুধু দরিদ্রের সাহায্য করেছেন তা নয়। অনেক জমিদার, রাজা মহারাজদের অর্থ সাহায্য করে অথবা নিজে জামিন থেকে ঋণের ব্যবস্থা করে মান সম্মান বাঁচিয়েছেন। মাইকেলের কথা সর্বজনবিদিত। বাংলা সাহিত্যের সেবা করবে মাইকেল এই আশ্বাসে বিশ্বাস রেখে তার ৪৫০০০ টাকা ঋণ নিজে শোধ করেছিলেন। এ ছাড়াও মাইকেল যখন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে দেখা করতে যেতেন, তখন দেখতেন টাকার থাক সাজানো আছে টি–টেবিলে। মাইকেল দু,তিন থাক টাকা পকেটে পুরে দিতেন। বিদ্যাসাগর লোক দেখাবার জন্য বারণ করত ওরে নিসনিরে নিসনি। কিন্তু কোনও অন্তর থেকে অসন্তুষ্ট হয়নি। মায়ের প্রতি ছিল অমানুষিক ভালোবাসা। শুধু নিজের মাকে নিয়ে নয়। কারো মা মারা গেছে শুনলেই চোখের জলে বুক ভেসে যেত তাঁর। সর্বান্তকরণে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। একদিকে মানব প্রেম অপর দিকে দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম। বিধবা বিবাহ প্রচলন করার জন্য পাহাড় প্রমাণ প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী হওয়ার মতো সাহস একমাত্র বিদ্যাসাগরের পক্ষেই বোধহয় সম্ভব ছিল। ছোটখাটো গেঁয়ো মানুষটার মনে জেদ থাকাটা স্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু অতোটুকু শরীর পিঞ্জরের ভিতর অতো বড় বিশাল হৃদয়ের অবস্থান সত্যিই অবাক করার মতো। যে সাহসে ভর করে তিনি প্রতিদিনের জীবন যাপন করতেন তা দ্বিতীয় রহিত। বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে গালিগালাজ তো দিতই। প্রাণনাশের হুমকি আসত প্রতিদিন। একবার তিনি লোক মারফত জানতে পারলেন যে এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে মন্ত্রণা সভা বসবে সেখানে তাঁকে মারার পরিকল্পনা করা হবে। তিনি সেই দিন সন্ধ্যার সময় ওই ধনী ব্যক্তির বৈঠকখানায় সশরীরে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বিদ্যাসাগরকে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন মহাশয়ের আগমনের হেতু? বিদ্যাসাগর বললেন আমাকে মারতে আপনাদের যাতে কষ্ট করতে না হয় তাই নিজেই হাজির হলাম। আপনাদের অভিলাস পূরণ করুন। পরে তারা লজ্জিত হয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এতো বড় মানব হৃদয়, মানুষের দুঃখে বিগলিত মন এতো বৈচিত্র্যময় সামাজিক সংস্কার সাধন এবং এতো কিছুর পরে চাকরি এবং প্রেস ব্যবসায় সৎপথে বিপুল অর্থ অর্জন করা স্বপ্নবৎ মনে হয়। বিস্যাসাগর চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ তিনি কখনও কোনও বিষয়ের জন্য দৈব্য নির্ভরশীল হন নি। নিজের উপর বিশ্বাস আর মানুষের উপর বিশ্বাস আর মানবসেবা এই তাঁর জীবন ব্রত ছিল। তিনি টিকিধারী পৈতাধারী ব্রাহ্মণ অথচ চিন্তায় মননে আধুনিক। তিনি শাস্ত্র জানা পন্ডিত অথচ ছাত্রদের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় উৎসাহ দিতেন। তাঁর মতো ছাত্র বৎসল শিক্ষক ভারতে আর একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি সংস্কৃত কলেজে একদিন দেখেন যে কয়েকজন ছাত্র ঘুমে ঢুলছে। সেই দেখে তিনি ছাত্রদের ঘুমোবার জন্য কলেজে আলাদা রুম তৈরি করেন।

অনেকেই বলেন যে তিনি ছিলেন গোঁড়া নাস্তিক। কোনও নাস্তিক এতো বড় মানব প্রেমিক হতে পারে না। সৃষ্টির বিচারে মানুষে মানুষে যে সংযোগ তা তিনি মনে প্রাণে মানতেন। তাই তো অপরের ব্যথায় তিনি ব্যথা অনুভব করতেন। ঈশ্বর ব্যতিরেকে এই অনুভূতি তিনি তো বেদান্তের সেই অমোঘ বাণী 'সো–অহম' এই জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

তাঁর পিতামাতা কিছুদিন কাশী বাস করে ছিলেন সেই জন্য প্রায়ই কাশীতে তাঁর যাতায়াত ঘটেছিল। কাশীর বাঙালি ব্রাহ্মণদের তিনি দেখতে পারতেন না। মৈথিলি ব্রাহ্মণদের তিনি সম্মান করতেন। কাশীর ব্রাহ্মণরা তাঁকে প্রশ্ন করেন আপনি কি বিশ্বনাথকে মানেন না? তিনি উত্তর দেন আমি আপনাদের বিশ্বনাথকে মানি না। আমার বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা হল আমার মা বাবা। তিনি কোথাও ধর্ম সম্পর্কে মতামত দেন নি। কাশীর ব্রাহ্মণরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল আপনার ধর্ম কি? বিদ্যাসাগর বলেন যদি গঙ্গা স্নান করলে আপনার দেহ পবিত্র হয়, যদি শিব পুজো করলে আপনার মন পবিত্র হয় তাহলে তাই আপনার ধর্ম। আজ বাংলার বড় দুর্দিন। সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের ডোর আলগা হয়ে গিয়েছে। পারিবারিক বিশ্বাস এবং আস্থাটুকুও নেই সম্পত্তির জন্য সন্তান মা বাবাকে খুন করছে। সতীদাহ উঠে গিয়েছে কিন্তু নবরূপে বধূদাহ এসেছে। মহামায়ার আরাধনায় আমরা মাতব এই আমাদের প্রার্থনা হোক মাগো— বিদ্যাসাগরের মতো তোমার আর একটা সন্তানকে পাঠাও আমরা ধন্য হই।

৬০০ বছরের পুজো

নজস্ব প্রতিনিধি: আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি দিন। তারপরেই মর্তধামে আবির্ভূতা হবেন দেবী মহামায়া। হাওড়া–বর্ধমান মেন লাইনে তেলান্ডু স্টেশন থেকে পশ্চিমদিকে সুন্দর প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশের মধ্যে দু'ধারে সবুজ ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা ধরে হাঁটা ২০ মিনিটের পথ মালিপাড়া গ্রাম। এখানেই আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাংলা ১০৫ বঙ্গাব্দে ৬০০ বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসছে মুখোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজো। এই পুজোর প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন পাকড়াশীরা। পরবর্তী পর্যায়ে পাকড়াশীদের মেয়ের বিয়ে হয় এই গ্রামেই মুখোপাধ্যায় পরিবারের ছেলের সঙ্গে। সেই থেকে মুখোপাধ্যায় বংশধররা দুর্গা দালানো পুজো করে আসছেন। একচালার প্রতিমা। আজও ঠাকুর দালানে প্রতিমা শিল্পী প্রতিমা তৈরি করে আসছেন। একচালার প্রতিমা।

আজও ঠাকুরদালানে প্রতিমা শিল্পী প্রতিমা তৈরি করে আসছেন। ২০তম বংশ পরম্পরায় গ্রামবাসীদের বুড়িমা নামেই পরিচিত হয়ে রয়েছে। এই বুড়িমার পুজোয় রয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। কথা হচ্ছিল মুখোপাধ্যায় পরিবারের গৃহবধূ চিত্রলেখা মুখোপাধ্যায়ের (৭৪) সঙ্গে। তিনি বললেন এই পুজো পূর্ব পুরুষের রীতি অনুযায়ী হয়। সপ্তমীর দিন বিশাল দিঘীর জলে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে স্থাপিত করানো হয় দুর্গামন্দিরে। এরপর দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু হয়। এখানেই হয় দেবীর বোধন। দেবী দুর্গাকে আহ্বান করা হয়। এখানে প্রতিমার গঠনে রয়েছে বেশ কিছু বিশেষত্ব। ৬ হাত প্রতিমার প্রধান বাহন সিংহের রং হলুদ কিন্তু মহিষাসুরের গায়ের রঙ সবুজ। প্রতিমাকে লাল রঙের মাটির শাড়ি পরানো হয়। এছাড়া শোলার ডাকের সাজসজ্জায় থাকে তৎকালীন নবাবী আমল। হ্যাজাকের আলোয় গ্যাসবাতি বা কেরোসিনের আলোয় পুজোর আয়োজন হত। চারিদিকে তখন ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভর্তি ছিল। তবে এখানকার দেবীদুর্গা খুবই জাগ্রত। এখানে দু'জন পুরোহিত পুজো করেন। আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় ও অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে অভিজিৎ বাবু বলেন, কেবলমাত্র এই প্রত্যন্ত গ্রামে একটি মাত্র দুর্গাপুজো হয়। এই গ্রামে ২ হাজার পরিবারের বসবাস। আর ব্রাহ্মণ পরিবার ষাটটি ঘর রয়েছে। এখানে প্রতিদিন পুজোর দিনগুলিতে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে ছাগ বলিদান হয়। এছাড়া নবমীর দিন আখ–ছাঁচি কুমড়ো ও ছাগবলি হয়। পুজোয় অষ্টমীর দিন কুমারী পুজোয় আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটায় তা বন্ধ হয়ে যায়। অধিবাসের দিন মাকে পরানো হয় সোনার গহনা এবং অস্ত্রগুলি। এ পুজোয় শাস্ত্র মেনে মন্ত্রোচারণ মাধ্যমে পুজো হয়। সন্ধিপুজোর নৈবেদ্য বিরাট পিতলের থালায় ১ মন ওজনের চাল ২ কেজির ওজনের বিরাট নাড়ু তৈরি করে দেওয়া হয়। পুজোর কটা দিন গ্রামের মানুষ ও অতিথি অভ্যাগতদের ঠাকুর দালানের বাইরে পংক্তি ভোজের ব্যবস্থা থাকে। সকলের সঙ্গে বসে খাওয়ার মধ্যে যে আবেগটুকু থাকে তার স্বাদই আলাদা। এছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবীদুর্গাকে অন্ন ভোগে মাছ এবং মাংসের টুকরো নিবেদন করা হয়। সঙ্গে ভাজা, ডাল তরকারি চাটনি থাকে। দশমীর দিন দেবী দুর্গাকে বাসি ভাত (পান্তা) দেওয়া হয়। বাড়ির বধূরা উপবাস করে নবমীর রাতে রান্না করেন তা হল পান্তা ভাত, থাকে এক কথায় অরন্ধন বলা হয়। যা ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে এ দেশীয় বাঙালির (ঘটি) ঘরে রান্না হয়। নাটমন্দিরে পান্তা ভাত আর নৈবেদ্য মহাপ্রসাদ হিসাবে গ্রামের পরিবাররা সকলে গ্রহণ করেন। এই গ্রামেই ঠাকুর দালান থেকে কিছুটা দূরত্বে লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়দের আদি বাড়ি। এখানে আলোর রোশনাই নেই। নেই আলোর চাকচিক্য কিন্তু প্রাণের ঐশ্বর্যে ভরপুর ঠাকুর দালান। গ্রামের সাধারণ মানুষজন সকাল থেকেই ঠাকুর দালানে হাজির হয়। এই পুজোয় মাইক বাজানো নিষিদ্ধ। ভক্তি নিষ্ঠা শাস্ত্রবিধির নিয়মাচারে মাতৃ আরাধনা। তবে এই পুজোর বিশেষ কয়েকটি আচরণ বিধি রয়েছে যা অন্য দুর্গাপুজোর থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। সারা বছর নাটমন্দিরে পরিবারের বংশধররা নিত্য সন্ধ্যায় ধূপ, ধুনো দিয়ে থাকেন। এই নাটমন্দিরে আর কোনও দেবদেবীর পুজো হয় না। এরপর দশমীতে সন্ধ্যায় গ্রামের সধবা মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এখানে বুড়িমাকে গ্রামের ছেলেরা কাঁধে করে নিয়ে দিঘীর জলে বিসর্জন দেন। যাওয়ার পথে রীতিনীতি মেনে পীরতলায় একবার নামানো হয়। তারপর আবার সারাবছরের প্রতীক্ষা। এ পুজো শুধু পারিবারিক নয়। গোটা গ্রামের সামাজিক মেলবন্ধনের জুটি।

ডিটারজেন্ট তৈরি করে বাজিমাত অনিমেষের

মেহেবুব গাজী, কাকদ্বীপ, ১৬ জুলাই: তিনিই প্রধান কারিগর। একাধারে তিনিই সেলসম্যান। অথবা বলা যেতে পারে পুরোটাই পারিবারিক। কারণ তাঁর তৈরি লিকুইড ডিটারজেন্ট তৈরিতে হাত লাগান তাঁর বাবা,মা ও ভাইপো। বছর সাতাশের অনিমেষ প্রধানের তৈরি লিকুইড ডিটারেজন্ট এখন সাড়া ফেলে দিয়েছে কাকদ্বীপ মহকুমায়। দোকানে খোঁজ করলেই মিলছে অনিমেষের ডিটারজেন্ট।

২০০৯ সালে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পাশ করেছিলেন কাকদ্বীপের সীমাবাঁধের বাসিন্দা অনিমেষ। বায়ো সায়েন্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশও করেন। কিন্তু অভাবের তাড়নায় কলেজে ভর্তি হওয়ার পরও পড়াশুনো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর কোনও কাজ না পেয়ে অনিমেষ পরিবারের অভাবের কথা মাথায় রেখে টোটো চালাতেন। কিন্তু টোটো চালিয়েও মনটা সবসময় খচখচ করত তাঁর। কিছু উদ্ভাবন করার নেশা তাঁর ছোট থেকে ছিল। কিন্তু অভাবের জন্য কোনদিন বেশীদূর এগোতে পারেন নি অনিমেষ। মাস ছয়েক আগে হঠাৎ করে টোটো চালানো ছেড়ে দেন অনিমেষ। বাবা–মা ছেলের ওপর ভীষণ রাগ করেন। টোটো চালানো ছেড়ে বাড়িতে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে দেন অনিমেষ। সোডা, অ্যাসিড,পারফিউম, জল নিয়ে লিকুইড ডিটারজেন্ট তৈরিতে বুঁদ হয়ে পড়েন অনিমেষ। ডিটারজেন্ট তৈরি করতে গিয়ে প্রায় হাজার পঞ্চাশ টাকাও খরচ হয়ে যায়। প্রায় মাস ছয়েকের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কয়েকটি দোকানে স্যাম্পেল হিসেবে ডিটারজেন্ট পাঠান অনিমেষ। ব্যবহারের পরেই পছন্দ হয়ে যায় ক্রেতাদের।

এখন চাহিদা বেড়েছে। সোহাগ' নাম দিয়ে প্লাস্টিকর বোতলে এই ডিটারজেন্ট বাজারে রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে। দামও বহুজাতিক সংস্থার ডিটারজেন্টের থেকে বেশ কিছুটা কম। কিন্তু টাকার অভাবে চাহিদা থাকলেও সাপ্লাই দিতে পারছেন না। বাবা মহাদেব প্রধান আগে বরফকলের শ্রমিক ছিলেন। ছেলের সাহায্য করার জন্য সেই কাজ ছেড়েছেন। অনিমেষ বলেন, অভাবের মধ্যেও স্বপ্ন ছিল। আজ কিছুটা সাফল্য পেয়েছি। কুটির শিল্পের মান্যতা চাইছি সরকারের কাছে। ব্যাঙ্ক ঋণ পেলে এগিয়ে যেতে পারি।'

বীরভূম

জলের তোড়ে রাস্তায় ধস

অভীক মিত্র : ময়ূরাক্ষী নদীর ছাড়া জলে ভেঙে গেলো সেচ ক্যানেলের গার্ডওয়াল। ধস নামে ৬০ নং জাতীয় সড়কের রাস্তায়। বীরভূম জেলার পলসাড়া গ্রামের চন্দ্রভাগা ব্রিজের কাছে ঘটনা। রবিবার ১০ সেপ্টেম্বর ভোরের ঘটনা। পুলিশ বন্ধ করে দেয় ৬০ নং জাতীয় সড়কে যান চলাচল। ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ ব্যাবস্থা। বেকায়দায় পড়ে জেলাবাসী। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জেলাশাসক এবং সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা। বিপর্যস্ত হয় টেলিকম ব্যবস্থা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মেরামতির অভাবে এইরকম হয়েছে। রবিবার সকাল থেকে বাস, লরি, ডাম্পার চিনপাই আশ্রমের পাশ দিয়ে পাতাডাঙা হয়ে সিউড়ি, দুবরাজপুর থেকে বক্রেশ্বর হয়ে সিউড়ি, মুড়োমাঠ থেকে পাইপ লাইনের রাস্তা দিয়ে ঘুরপথে বাধ্য হয়ে সিউড়ি ঢুকছে। যানবাহনের চালকরা এইসব রাস্তায় চাঁদার জুলুমের কথা বলছেন। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের তুলনায় প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টার বেশি দেরিতে চলছে বেসরকারি বাসগুলি। সরকারি বাস বোলপুর, বক্রেশ্বর দিয়ে যাতায়াত করছে। এই সুযোগে টোটো, অটো বেশি টাকা নিয়ে যাত্রী বহন করছে বলে অভিযোগ। আবার রবিবার ছিলো বনদপ্তরের পরীক্ষা। জাতীয় সড়কে ধসের কারনে দেরিতে পৌঁছানোয় পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে না দেবার জন্য পরীক্ষার হলের সামনে অ্যাডমিড কার্ড ছেঁড়ার অভিযোগ ওঠে পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। বাসের সমস্যার জন্য অন্যান্য দিনের তুলনায় এখন অন্ডাল – সাইথিয়া রেলপথের ট্রেনগুলিতে ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জোরকদমে চলছে ৬০ নং জাতীয় সড়ক মেরামতির কাজ। সামনেই বাঙালির সবচেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গাপুজো। তাই কবে স্বাভাবিক হবে ৬০ নং জাতীয় সড়কে যান চলাচল সেইদিকেই তাকিয়ে আছে বীরভূম জেলার মানুষ। ১৩ সেপ্টেম্বর বুধবারেও বেশিরভাগ বেসরকারি বাস মুড়োমাঠ থেকে পাইপ লাইনের রাস্তা দিয়ে মিনিস্টিল হয়ে সিউড়ি ঢুকছে।

ঘুম ছুটেছে থিম শিল্পীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি: প্রায় দোরগোড়ায় বাঙালির সবচেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গাপুজো। তারই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে বীরভূম জেলাজুড়ে। আর তাতেই রাতের ঘুম ছুটেছে প্রহ্লাদ, মাধবদের মতো শিল্পীদের। চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের দেচাঁন্দড়া গ্রামে বাড়ি থিম শিল্পী প্রহ্লাদ ভান্ডারীর। সিউড়ি ছয়ের পল্লী ও সুভাষপল্লী, বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, চিনপাই নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো প্যান্ডল এবং থিমের কাজের দায়িত্ব পেয়েছে প্রহ্লাদ বলে জানায় এই প্রতিবেদককে। সিউড়ি ছয়েরপল্লী ক্লাবের দুর্গাপুজো এবার সপ্তম বর্ষে পর্দাপণ করবে। পুজোর বাজেট প্রায় ৮ লাখ টাকার বেশি বলে জানায় প্রহ্লাদ। এবার পুজোর থিম 'ভাবনা বৈচিত্র্যময় ভারত', বিষয় – মানবিক। তাই এবার এখানের পুজোয় দেবদেবীর হাতে অস্ত্র থাকবে না বলে জানায় প্রহ্লাদ। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, ভারতের পরিচয় বিশ্বের দরবারে তুলে ধরায় মূল লক্ষ্য – এই থিমের বলে জানায় থিম মেকার। রবিবার ১০ সেপ্টেম্বর দুপুরে সিউড়ি ছয়েরপল্লী ক্লাবের পুজো প্যান্ডেলে গিয়ে দেখা যায়, থিম মেকার প্রহ্লাদ ভান্ডারীর নেতৃত্বে এগারোজন শিল্পী তাদের কাজের ব্যাস্ততা চরম পর্যায়ে। ১২ আগস্ট থেকে এখানে কাজ শুরু করেছে বলে প্রহ্লাদরা জানায়। রাতে ঘুমানো, দিনে স্নান, খাওয়া দাওয়ার সময় ছাড়া প্যান্ডেলের কাজ করতে ব্যস্ত এখন তারা। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেক্যানিক্যাল মেন্টেনাস বিভাগে এইবছর বিশ্বকর্মা পুজোর থিম 'জঙ্গল বুক'। যার দায়িত্বে আছে থিম শিল্পী প্রহ্লাদ ভান্ডারী। দুবরাজপুর ডিএসএ ক্লাবের এইবছর দুর্গাপুজোর থিম 'মামা – ভাগ্নে পাহাড়'।

অত্যাচারে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্বশুরবাড়ির অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিয়ের ৩ মাসের মাথায় আত্মঘাতী হলো এক গৃহবধূ। রবিবার সকালে বীরভূম জেলার সদাইপুর থানার চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর গ্রামের ঘটনা। মৃত গৃহবধূর নাম ফাতেমা বিবি (১৯)। বাপের বাড়ি দুবরাজপুর থানার সালুঙ্ঘি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, এই বছরের ২ জুলাই উপযুক্ত পণ দিয়ে সালুঙ্ঘি গ্রামের শেখ আনারের একমাত্র কন্যা ফাতেমা খাতুনের সঙ্গে নারায়ণপুর গ্রামের শেখ আজিজের ছেলে শেখ চঞ্চলের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে নানা অছিলায় ফতেমার উপর অত্যাচার করতো চঞ্চলের বাড়ির লোকজন যা চরম পর্যায়ে পৌছায় রবিবার সকালে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অত্যাচার সহ্য করতে না পরে আত্মহত্যা করে ফতেমা। ঘটনার পর উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত শ্বশুর শেখ আজিজকে ধরে সদাইপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বীরভূম জেলাজুড়ে বাড়ছে বধূ নির্যাতনের মতো ঘটনা।

বোমায় উড়ল বাড়ির ছাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার মাড়গ্রাম থানার রাখাপাড়া গ্রামে বিস্ফোরণে উড়ে গেলো একটি বাড়ির ছাদ। ৫ সেপ্টেম্বর দুপুর একটার ঘটনা। আহত হয় রফিক শেখ ও পানু শেখ। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বাড়ির মালিক রফিক শেখকে। কৌটো বোমা, প্ল্যান্টার পাওয়া গিয়েছে। যদিও রফিকের পরিবারের দাবি, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এইরকম হয়েছে। বাড়ি ছাদ ভেঙে যায়। রফিক আতস বাজির ব্যাবসা করত বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রতি মাসে বীরভূম জেলায় বাড়িতে বিস্ফোরণ একটা যেন নতুন সংযোজন কটাক্ষ বিরোধীদের। ১০ সেপ্টেম্বর মাড়গ্রামের শেখপাড়া থেকে মেলেডাঙা যাওয়ার রাস্তায় উদ্ধার হয় ২৫টি তাজা বোমা।

ব্লু হোয়েল গেমের থাবা বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি :বীরভূম জেলায় থাবা বসালো বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত 'ব্লু হোয়েল গেম'। বন্ধু, প্রতিবেশী ও সিভিক ভলান্টিয়ারের তৎপরতায় বরাতজোরে রক্ষা পেলো দুই ছাত্র। হাতে আঁকা ছবি দেখে সন্দেহ হওয়ায় দুই সিভিক ভলান্টিয়ারের তৎপরতায় ব্লু হোয়েল গেমের হাত থেকে রক্ষা পেলো ঠাকুরানিপুর গ্রামের এক কলেজ ছাত্র। লোকপাড়া কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। রক্ষাকারী দুই সিভিক ভলান্টিয়ার হলেন – চন্দন মন্ডল এবং মানব মন্ডল। অন্যদিকে, নলহাটি হরিপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র শচীন গুপ্ত। বাবা সন্তোষ গুপ্ত। ছাত্রটি ব্লু হোয়েল গেমের আটটি রাউন্ড খেলার পর জানতে পারে তার বিদ্যালয়ের বন্ধুরা। বন্ধুরা পরিবারকে জানালে পরিবারের তৎপরতায় রক্ষা পায় ছাত্রটি। হোয়াটস অ্যাপে আসা লিঙ্ক খুলতেই খেলা শুরু হয় দাবি ছাত্রটির।

বীরভূমে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলো এক কলেজ ছাত্রী সহ তিনজন। পিক আপ ভ্যানে করে মালপত্র নিয়ে সিউড়ি যাবার সময় ডাম্পারের সাথে পিক আপ ভ্যানের সংঘর্ষ হয়। গত ৬ সেপ্টেম্বর ভোরে চিনপাই বাইপাসের ৬০ নং জাতীয় সড়কের ঘটনা। সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে মারা যায় দুইজন। মৃতরা হলো সিরাজুল পাইক (২০) এবং বিশ্বজিৎ মন্ডল (২৩)। বিশ্বজিতের বাড়ি জয়নগর থানার বাহারা গ্রামে এবং সিরাজুলের বাড়ি মথুরাপুর থানার পশ্চিম রানাঘাটে। অন্যদিকে, বাইকের পিছনে চেপে কলেজ আসার যাওয়ার সময় কলিঠা গ্রামের ৬০ নং জাতীয় সড়কের উপর খারাপ রাস্তার জন্য বাইক থেকে জাতীয় সড়কের উপর বাইক থেকে পড়ে যায় এক কলেজ ছাত্রী। তখন পিছন থেকে আসা একটি লরি চাপা দিলে ঘটনাস্থলে মারা যায় ছাত্রীটি। মৃত ছাত্রীটির নাম মৌসুমী দাস (১৯)। নলহাটি হীরালাল ভকত কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলো। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে বিমার চেক

সৌভিক মন্ডল, কাকদ্বীপ: সামুদ্রিক ঝড়ে নিখোঁজ ১৩ মৎস্যজীবীর পরিবারের হাতে দুর্ঘটনা বিমার ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল। সোমবার কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে এই চেক প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চেক তুলে দেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতর সভাপতি বুদ্ধদেব দাস, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, মস্যজীবী ইউনিয়নের নেতা বিজন মাইতি প্রমুখ। এদিন চেক নেওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মহিলারা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে সামুদ্রিক ঝড়ে বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ হয়ে যায় ট্রলার এফ বি কল্যাণী ও এফ বি শ্যামাচরণ। সেই ট্রলারে ১৬ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন এখনও নিখোঁজ। আইন অনুযায়ী এই মৎস্যজীবীদের দেহ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত মৃত বলে ঘোষণা করা যায় না। নুন্যতম ৭ বছর না হলে মৃত ঘোষণা করতে পারে না সরকার। তাই ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্যজীবীর পরিবারদের ক্ষতিপূরণ পেতে ৭ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু মৎস্য দপ্তর ও পঞ্চায়েত সমিতি বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের হাতে বিমার টাকা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করল। এদিন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, কাকদ্বীপ এলাকার ৭০ শতাংশ বাসিন্দা সামুদ্রিক মৎস্যজীবী। প্রকৃতির কাছে আজও আমরা অসহায়। গত বছর সামুদ্রিক ঝড়ে জেরে এখনও নিখোঁজ কয়েকজন। সেই ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোর পাশে সরকার সবসময় দাঁড়িয়েছে। পঞ্চায়েত থেকে মাসিকভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন দুর্ঘটনা বিমার টাকার চেক তুলে দেওয়া হল।' মৎস্যজীবী ইউনিয়নের নেতা বিজন মাইতি জানান, এখন দুর্ঘটনা বিমার টাকা ১ লক্ষ টাকা বেড়ে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এই বৃদ্ধির ফলে উপকৃত হবেন মৎস্যজীবী পরিবারগুলো।'

গড়িয়ার মেসে ঝুলন্ত দেহ

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সোনারপুরের গড়িয়ায় নতুন পাড়া ৬ নং ওয়ার্ডে একটি মেসের বারান্দা থেকে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় মেসের আবাসিকরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় সোনারপুর থানায় । পুলিশ এসে ঝুলন্ত দেহটিকে নামায়। এর পর ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ জানায় মৃতের নাম প্রসেনজিৎ পাল । বাঁকুড়া জেলার বাসিন্দা সে। কলকাতার একটি বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী সংস্থার কাজ করতেন প্রসেনজিৎ। নতুন পাড়ার মেসে ভাড়া থাকতেন তিনি। বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে মেসের অন্য সদস্যরা দেখতে পায় বারান্দায় প্রসেনজিৎ–এর দেহ ঝুলছে । স্বভাবতই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান যে প্রসেনজিৎ আত্মঘাতী হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন কি কারণে আত্মঘাতী হয়েছে প্রসেনজিৎ । আবাসিকরা বলেন বেশ কিছু দিন ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা মোবাইল ফোন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতো প্রসেনজিৎ। পুলিশ মোবাইল ফোনটি নিয়ে যায় কারণ এর থেকে কিছু সুত্র বেড়িয়া আসতে পারে বলে মনে করছে । এরপর মৃতের বাড়ির লোকদের খবর পাঠায় সোনারপুর থানা ।

সোনারপুরে ডাকাতির ছক বানচাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর থানার অফিসারেরা দুঁদে গোয়েন্দা। ডাকাতের দল জানতো না। সেদিন ৪ ডাকাতের দল বেশ বড়সড় অপারেশন করবে বলে সোনারপুরে বাঘের খোলে জড়ো হয়েছিলো। আগে থেকে খবর পেয়ে যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের দলটিকে ধরে ফেলে ।এই এলাকায় একটি ইট ভাটা আছে। ঠিক হয় এখানে ১২ জন ডাকাত একত্রিত হয়ে বড় ধরনের ধনীর ঘরে ঢুকে ডাকাতি করবে বলে। পুলিশের দল সেই রাতে হানা দিতে ডাকাতের দলটি পালিয়ে যায়। তাদেরকে ধাওয়া করে শেষমেষ ৪ ডাকাতকে ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করে পাঁচটি তাজা বোমা, চারটি ভোজালি,ন্যাপলা ও লোহার রড ।পুলিশের বক্তব্য এরা বিত্তশালী দের বাড়িতে ডাকাতি করার জন্য জড়ো হয়েছিলো। স্থানীয়দের বক্তব্য এলাকায় বেশ কিছু দিন ধরে চুরি– ডাকাতি দিনে পর দিন বেড়েই চলেছে। সোনারপুর থানার পুলিশ বাকি ৮ ডাকাতকে ধরার জন্য খোঁজ খবর নিতে শুরু করেছে। ধৃতদের নাম অর্ণব ভৌমিক, আলম আলী, শেখ ইমরান ও অসীম ধৃতদের জোর কদমে জেরা চালাচ্ছে পুলিশ। ডাকাতের ৪ জনকে বারুইপুর আদালতে তোলা হয়।

রামপুরহাট মহকুমাশাসককে ডেপুটেশন ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : খুচরো পয়সা নিয়ে জেরবার ব্যবসায়ীরা। তাই এবার চার দফা দাবির ভিত্তিতে বীরভূম জেলার রামপুরহাটের মহকুমাশাসককে ডেপুটেশন দিলো আইএনটিইউসি সমর্থিত ফুটপাত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি। চার দফা দাবিগুলি হলো – (১) খুচরো পয়সা সমস্যা (২) রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালের ইউএসজি প্রায় একমাস থেকে খারাপ (৩) আড়াই লাখি বায়োটয়লেট উদ্বোধনের পর বন্ধ (৪) পাচঁমাথা মোড়ে পানীয় জল নেই। খুচরো বিষয়ে মহকুমাশাসক বলেন, 'আপনারা নিজের অ্যাকাউন্টে জমা দিন। যদি ব্যাঙ্ক না নেয় তাহলে থানায় অভিযোগ করুন। থানা যদি অভিযোগ না নেয় তাহলে আমার কাছে আসুন। বাকী তিনটি বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবো।' আইএনটিইউসি সমর্থিত ফুটপাত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বরকতউল্লা সাহেব এবং সম্পাদক শাহাজাদ হোসেন (কিনু)।

দাদাকে কোপালো ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ জমি নিয়ে বিবাদের জেরে দাদা কে ভাঙা কাঁচ দিয়ে কোপালো সৎ ভাই। ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তালদির রাজাপুরে। মাথায় গভীর ক্ষত নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সমরেন্দু নাথ বৈদ্য। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে রাজাপুরের বাড়ির কাছে একটি জমি নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে বিবাদ চলছিল সমরেন্দু নাথ বৈদ্য ও জীতেন্দ্র নাথ বৈদ্যের মধ্যে। ইদানিং জমির দখল নেন সমরেন্দুবাবু। বুধবার সকালে দাদা সমরেন্দু কে তালদি বাসমোড়ে দেখতে পেয়ে রাস্তা থেকে ভাঙা কাঁচ গুড়িয়ে নিয়ে মাথায় আচমকা মাথা একাধিক বার আঘাত করে ভাই জিতেন্দ্র নাথ বৈদ্য। আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসলে জিতেন্দ্র পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় সমরেন্দুবাবুকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত।

শোক জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পিতৃপক্ষের নবমীর সন্ধ্যায় মর্ত্যলোক ছেড়ে পিত্রালয়ে যাত্রা করলেন বিশিষ্ট খেলোয়াড় শ্রী শ্যামল বসু। ৮৩ বছরের দীর্ঘ জীবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিক প্রয়াণ হয়। আলিপুর বার্তা এবং নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির জন্মলগ্ন থেকে অতোপ্রত ভাবে জড়িত ছিলেন শ্যামলবাবু। রেখে গেলেন স্ত্রী, কন্যাকে। ক্রীড়াজগতে ও সামাজিক জীবনে সদা হাস্যময় এই মানুষটির আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম আমাদের পক্ষ থেকে।

শিক্ষারত্ন সম্মানে উজ্জ্বল শিক্ষাবিদ দিব্যেন্দু তলাপাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেকার ছেলেদের কর্মশিক্ষার মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠা দিতে রাজারহাট ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজের জুড়ি মেলা ভার। ২০১৩ সালে ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এই কলেজের কর্মশিক্ষার স্নাতক পাঠ্যক্রমে সম্মতি দেওয়ার পর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের মুকুটে একে একে যুক্ত হয়েছে সাফল্যের পালক। এবছর কন্যাশ্রী প্রকল্পে অসামান্য দক্ষতার জন্য সম্মানিত হয়েছে এমন এই কলেজ। এক প্রতিষ্ঠানের যোগ্য অধ্যক্ষ ড. দিব্যেন্দু তলাপাত্র এবার রাজ্য সরকারের শিক্ষারত্ন সম্মানে ভূষিত হলেন। শিক্ষক দিবসে নজরুল মঞ্চে সম্মান তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং।

এমএসসি, পিএইচডি, এফআইসিসি দিব্যেন্দু যাদবপুরের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সে সলিড স্টেট স্পেকট্রোস্কোপি অ্যাট ক্রায়োজেনিক টেম্পেরেচার বিষয়ক গবেষণায় পিএইচডি করেন ১৯৮২ সালে। এরপরেও থামেন নি দিব্যেন্দু। ১৯৯০ সালে সফল হন ম্যাগনেটো অপটিকস অ্যাট ক্রায়োজেনিক টেম্পেরেচার বিষয়ে গবেষণায়। ঝাড়গ্রামের সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ে লেকচারার পদে যোগ দিয়ে পরে পদার্থবিদ্যার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসাবে শিক্ষকতা করেন ১৯৯৫ থেকে ২০১২ পর্যন্ত। নানা আন্তর্জাতিক জার্নালে ৮টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে দিব্যেন্দুর। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পেশ করেছেন ৫টির বেশি গবেষণাপত্র। সদা হাস্যময় অতি সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই শিক্ষাবিদ ইন্ডিয়ান ক্রায়োজেনিক কাউন্সিল, ইন্ডিয়ান ফিজিকাল সোসাইটি, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স ও পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের আজীবন সদস্য। ১৯৮৮ সালে তৎকালীন মাদ্রাজের আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশানাল স্কুল অন ক্রিস্টাল গ্রোথ অ্যান্ড ক্যারাক্টারাইজেশন অফ অ্যাডভান্সড মেটিরিয়ল ফর সলিড স্টেট অ্যাপ্লিকেশন সম্মেলনে রাজ্যের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন দিব্যেন্দু।

এমন এক সফল শিক্ষাবিদ দিব্যেন্দু তলাপাত্র শিক্ষারত্ন সম্মান পাওয়ায় খুশি সমগ্র শিক্ষামহল। দিব্যেন্দুর জীবন আরও সাফল্যে ভরে উঠুক এই কামনা আলিপুর বার্তা পরিবারেরও।

হুমকিতে লাটে সমাজসেবা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ–দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পিছিয়ে পড়া ব্লকের মধ্যে অন্যতম সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লক। এখানকার অধিকাংশ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষজনেরা নদীতে মীন ধরে,সুন্দরবনের জঙ্গলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাঠ,মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই পিছিয়ে থাকা মানুষের কল্যাণে শিক্ষার আলো,স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে এগিয়ে এসে উদ্বিগ্ন বিশিষ্ট শিক্ষক তথা সমাজসেবী আনোয়ার হুসাইন কাসেমী। কিছু সমাজবিরোধী দুষ্কৃতীর ফোনে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়ায় চরম উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তিনি। এবিষয়ে তিনি বাসন্তী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যার জিডি নং ৪১৭।

আনোয়ার হুসাইন কাসেমীর অক্লান্ত পরিশ্রমে বাসন্তী ব্লকের চুনাখালী ও নির্দেশখালীতে গড়ে উঠেছে দুটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি এলাকার মানুষ যাতে বিনাব্যয়ে চিকিসা পরিষেবা পায় তার জন্য একটি হাসপাতাল গড়ার কাজ জোর কদমে চলছে। যা কিনা আগামী ২০১৮ সালের প্রথম দিকেই দরিদ্র মানুষের চিকিসার জন্য উন্মুক্ত হবে।

কিন্তু ৯৮৫১৭৪৩০৮২ নম্বর থেকে হুমকি দিয়ে ফোন আসায় চরম হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন আনোয়ার সাহেব। তিনি আরো বলেন রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন কাজের একজন সামান্য অংশীদার হতে এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের সাথে যুক্ত থাকি। কিন্তু প্রতিনিয়ত মেরে ফেলার ধমকি এবং পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা হবে এমনই আশঙ্কায় জর্জরিত। দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫০০ জন আবাসিক ছাত্র ছাত্রী খুব সামান্য খরচে পড়াশুনা করে।

এহেন হুমকিতে জর্জরিত শিক্ষক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী আনোয়ার হুসাইন কাসেমীর নিরাপত্তা জরুরি বলে মনে করেন বাসন্তীর বিধায়ক গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর। তিনি আরো বলেন সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতীদের জন্য যদি সমাজের উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যায় তাহলে ক্ষতি হয়ে যাবে এলাকার সাধারণ মানুষের। এমনটা চলতে পারে না। প্রশাসন কে বলবো এবিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত করে অবিলম্বে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করতে।

বাসন্তী ব্লকের স্থানীয় বাসিন্দারা জানান এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ থেকে যদি আনোয়ার সাহেব সরে আসেন তাহলে বর্তমানে ৫০০ আবাসিক ছাত্র–ছাত্রীর ভবিষ্য নষ্ট হবে এবং এলাকার উন্নয়নে ভাটা পড়বে। তাই প্রশাসনের উচিত যাতে করে আনোয়ার হুসাইন কাসেমীর জীবনহানি না ঘটে তার জন্য অবিলম্বে নিরাপত্তা দেওয়া।

উল্লেখ্য বিগত কয়েক বছর আগে একাধিক বার হুমকি পেয়ে ছিলেন আনোয়ার সাহেব। তখন তিনি রাজ্য প্রশাসনের ২১ টি দপ্তরের নজরে বিষয়টি এনেছিলেন। ইদানিং আবার সেই একই সমস্যা। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ক্যানিং এর কালীগঙ্গা শ্মশানের সংস্কার শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যানিং–এর মধ্যযুগীয় দাপুটে পিয়ালি নদী মজে গিয়ে হারিয়েছে তার স্রোত। একদা ভয়াল ভংয়ঙ্কর পিয়ালি নদীর তীরে কয়েকজন মানুষের সহযোগিতায় ৪২ বছর আগে গড়ে উঠেছিল হিন্দুসমাজের মৃতদেহ দাহ করার কালীগঙ্গা শ্মশান। বাসন্তী,কুলতলী,জয়নগর,ক্যানিং সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মৃতদেহ দাহ করার জন্য লোকজনেরা আসেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং এর গোপালপুর পঞ্চায়েতের বদুকুলা গ্রামের পিয়ালি নদীর তীরে গড়ে ওঠা কালীগঙ্গা শ্মশানের দীর্ঘ ৪২ বছরে কোনও উন্নয়ন হয়নি। শ্মশানে কোনও চুল্লি নেই, নেই শৌচাগার,যাত্রীপ্রতিক্ষালয়। সন্ধ্যার পর চলে মদ,জুয়া,গাঁজার আসর। শ্মশানে কোনও আলোর ব্যবস্থা না থাকায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য ক্রমেই বেড়ে চলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম সরকারের জমানায় কালীগঙ্গা শ্মশানের কোনও উন্নয়নই হয়নি। বরং কালীগঙ্গা শ্মশানকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। অবশেষে মা–মাটি–মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশে স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মন্ডলের বিধায়ক তহবিল হতে বৈতরণী প্রকল্পে শ্মশানের যাবতীয় উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে।

বিধায়ক শ্যামল মন্ডল জানান কালীগঙ্গা শশ্মানের দীর্ঘদিন কোন উন্নয়ন না হওয়ায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নজরেই ছিল তাঁর একজন সৈনিক হিসাবে শশ্মানের উন্নয়নে কাজ শুরু করেছি।

শ্মশান কমিটির সভাপতি গোপাল নস্কর জানান কালীগঙ্গা শ্মশানে বাম সরকারের আমলে কোনও উন্নয়ন হয়নি,বর্তমান সরকারের নজরে আসায় উন্নয়ন শুরু হয়েছে। অন্যদিকে শ্মশান কমিটির সম্পাদক তরুণ নস্কর জানান শ্মশানের পরিবেশ রক্ষার জন্য চারপাশে প্রায় ১০০০ গাছ লাগানো হবে।

পরিচারিকার গায়ে খুন্তির ছ্যাঁকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বহুদিন ধরে শহর ও শহতলিতে গ্রাম গঞ্জে থেকে নিয়ে আসা বাবুদের বাড়ির কাজের লোকের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে বাড়ির কর্তা ও গিন্নিরা। বেশ কিছু নাবালিকাদের দু মুঠো খেতে দেওয়ার পরিবর্তে মারধর খুন্তির ছ্যাঁকা ও রান্না ঘরে দরজা বন্ধ করে না খেতে দিয়ে আটকে রাখার অভিযোগ উঠছে। কিন্তু প্রশাসনের কোনো রকম হেলদোল নেই। ঠিক একই ভাবে অত্যাচার চললো সোনারপুরের এক ৯ বছরের সুন্দরী দাস নামক পরিচারিকার গায়ে। গরম খুন্তির ছ্যাঁকা ও মারধোরের অভিযোগ উঠলো বাড়ির মালকিন কৃষ্ণা সরদারের বিরুদ্ধে। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডে ভাঙা মন্দির গমতলা এলাকায় এদিন পরিচারিকা সুন্দরী দাসকে দেখে রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে আসছে, চায়ের দোকানে বসে থাকা জনা কয়েক স্থানীয় মানুষ সুন্দরীকে দেখে তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন। সুন্দরী সবাইকে অত্যাচারের ঘটনা জানায়। সারা গায়ে খুন্তির ছ্যাঁকা আর মারধরের দাগ দেখায় সুন্দরী। সবাই মিলে তাকে নিয়ে যায় স্কন্দকপুরে সেই মালকিনের বাড়িতে । এলকায় উত্তেজনা ছড়াতে আরম্ভ করে। বিক্ষোভ শুরু হয় বাড়ির সামনে। সোনারপুর থানা খবর পেয়ে পৌঁছে যায় ঘটনাস্থলে। তারা মেয়েটিকে থানায় নিয়ে যায়। অন্যদিকে কৃষ্ণা সরদারকে আটক করেছে পুলিশ। জানা যায় বাসন্তী থানার সোনাখালীর বাসিন্দা সুন্দরী। তার বাবা সুভাষ দাস তাকে গড়িয়ায় কাজের জন্য রেখে ছিলেন কিন্তু সেদিন সোনারপুর থানায় রাত পর্যন্ত কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি। কিন্তু রাজ্যে শিশু শ্রমিক আইন থাকা সত্ত্বেও এখনো চলছে তাদের উপর নির্মম অত্যাচার।

রাজ্য সর্ব শিক্ষা মিশন–এর ট্রেনিং প্রোগ্রাম

কল্যাণ রায়চৌধুরী : গোবরডাঙা খাঁটুরা প্রীতিলতা শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও মেদিয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়–এর তত্ত্বাবধানে গত ২১ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন কর্তৃক পরিচালিত "Twirming of School Programe 2016–17" অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। খাঁটুরা প্রীতিলতা শিক্ষা নিকেতন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গত ২১ আগস্ট স্বরূপনগর ব্লকের এস আই টুম্পা দত্ত (পাল)। দুটি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীরা উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। মেদিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের গোলাপ দিয়ে বরণ করে নেয় প্রীতিলতা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রোগ্রাম চলে। দ্বিতীয় দিন থেকে মেদিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রীতিলতা বালিকা বিদ্যালয়ে আসে এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মেদিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে যায়। পঠন–পাঠন, হাতের কাজের জিনিস তৈরি, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, সার্ভে, ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণ, নাটক শিক্ষা, কবিতা কোলাজ প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে এই সকল ছাত্রীরা প্রতিভার পরিচয় দান করে। অনুষ্ঠানের শেষে ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। মেদিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বরূপনগর ব্লকের এসআই টুম্পা দত্ত (পাল)। এছাড়া বিভিন্ন অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সর্বশিক্ষা মিশনের দু'জন কো–অর্ডিনেটর স্বরূপনগর ব্লকের কোষাধ্যক্ষ, মেদিয়া পঞ্চায়েত প্রধান প্রমুখ।

আর্থিক তছরুপে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মন্দিরবাজার, ১৫ সেপ্টেম্বর: আর্থিক তছরুপে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে স্কুলে ঢুকতে পারলেন না। শুক্রবার স্কুলে ঢুকতে গিয়ে অভিভাবক ও পড়ুয়াদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মন্দিরবাজারের মুলদিয়া চৈতন্যপুর দেশগৌরব বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক আশিস পুরকায়স্থ। বিক্ষোভের জেরে স্কুলেই ঢুকতে পারেন নি প্রধান শিক্ষক। স্কুলের বাইরের একটি মন্দিরে গিয়ে বসে কিছু কাজকর্ম সারেন তিনি। বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে যায় এদিনের পঠনপাঠন। খবর পেয়ে মন্দিবাজার থানার পুলিস আসে স্কুলে। স্কুল পরিচালন সমিতির সদস্যরাও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তবে প্রধান শিক্ষক সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে।

উচ্চ মাধ্যমিক এই স্কুলে গত ২০১১ সালে আশিস পুরকায়স্থ প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেন। স্কুলে যোগ দেওয়ার পর থেকে একাধিক আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেওয়ার পর থেকে স্কুলে কখনও অডিট হয়নি বলে অভিযোগ। এছাড়াও স্কুলের অন্যান্য খাতের টাকাও তছরুপের অভিযোগ উঠতে থাকে। পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসক, মহকুমাশাসকের কাছে তদন্তের আবেদন জানানো হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকের নির্দেশে পরিচালন কমিটি প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় আর্থিক তছরুপের অভিযোগে এফআইআর করে। পরিচালন কমিটির সদস্য তথা স্কুলের প্রাক্তণ শিক্ষক কনককান্তি ঘোষের অভিযোগ, ৭ বছর ধরে স্কুলের আয় ব্যয়ের কোন হিসেব নেই। অডিট হয়নি। দিনের পর দিন উনি স্কুলে আসেন না। এমনকি চক না থাকায় গত এক সপ্তাহ শিক্ষকরা ক্লাস নিতে পারেন নি। কন্যাশ্রীর সাইকেলের জন্য পড়ুয়াদের থেকে টাকা নিয়েছেন। এই অবস্থায় অভিভাবকরা আজ প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায়। স্কুলে ঢুকতে দেয়নি। আমরা চাইছি এই শিক্ষকের দুর্নীতির যথাযথ তদন্ত হোক।'

বর্তমানে স্কুলে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ১৭০০–র বেশি পড়ুয়া আছে। ২৮ জন শিক্ষকশিক্ষিকা আছেন। কয়েক দিন অনুপস্থিত থাকার পর এদিন নিজের গাড়িতে করে স্কুলে ঢুকছিলেন প্রধান শিক্ষক। গেটে ঢোকার আগে থেকেই কয়েক'শ অভিভাবক পথ আটকায়। খবর পেয়ে আসে পুলিশ। বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে যায় পঠনপাঠন।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : সুভাষ চন্দ্র দাশ –৮৫৩৭০৪৫২৯৫

মহানগরে

'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' ১৯৪২–এর ৯ আগস্ট এই ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস। এই আন্দোলনের ৭৫ বছর পূর্তিতে ইস্টার্ন কোল লিমিটেড এক প্রদর্শনীর আয়োজন করে। সেই সময়কার বিভিন্ন ছবি এবং লেখায় পরিপূর্ণ এই প্রদর্শনীর সঙ্গে রয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং দৃঢ় সিদ্ধান্তের ছবি ও তার সম্বন্ধে লেখা। এই আন্দোলনের ৫ বছর পরেই ভারতের স্বাধীনতা আসে। তাই এই বছর বর্তমান সরকার নতুন ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। আগামী ৫ বছরকে ভারতের ভবিষ্যত্যের জন্য নির্ণায়ক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। নরেন্দ্র মোদি তাই বলেছেন মলিনতা, দারিদ্র, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা ভারত ছাড়ো। ১৩ সেপ্টেম্বর এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সংসদ, জলসম্পদ এবং নদী বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী অরুণরাম মেঘওয়াল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইস্ট কোল লিমিটেডের চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইএসএল–এর কে এস পাত্র। সহযোগিতায় ছিল ডিএভিপি। তাদের তরফ থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনী চলবে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

জঞ্জালে সম্পত্তি কর ছাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার থেকে কলকাতা পুরএলাকায় জঞ্জাল কমালে সম্পত্তি করের ওপর ছাড় দেওয়া হবে। মহানগরের আবাসনের বাসিন্দারা যদি জৈব ও অজৈব আবর্জনা আলাদা করেন এবং তা পুনরায় ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন তাহলে সেই আবাসনের সম্পত্তি করে ছাড় দেওয়ার বিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা হয়েছে।

পুর জঞ্জাল দফতরের দেবব্রত মজুমদার বলেন, দেশের অন্যান্য মেট্রো মহানগরের মতো কলকাতাতেও কঠিন বর্জ্য পদার্থকে পুনরায় ব্যবহার যোগ্য করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, পুর জঞ্জাল দফতর নিত্য মহানগরের পাঁচ হাজার মেট্রিক টন জঞ্জাল পরিষ্কার করে। ফলে জঞ্জাল আলাদা করা সম্ভব পর নয়। যদি আবাসিকরা তাঁদের জৈব ও অজৈব আবর্জনা আলাদা করেন এবং তাঁদের পাশাপাশি নির্মাণকারী সংস্থারাও এই কাজে উদ্যোগ নেন তাহলে পরিকল্পনাটি সাফল্য পায় বলে জানান মেয়র পারিষদ দেবব্রতবাবু।

এভি বাড়লো

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকায় ভূ–সম্পত্তির 'অ্যানুয়াল ভ্যালু'র ওপর সম্পত্তি কর ছাড়ের বিষয়ে একটি সংশোধনী এনে বিল পাশ করা হলো রাজ্য বিধানসভায়। বিলে বলা হয়েছে ১৯৮৯ থেকে এতোদিন 'সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যায়ণ' যদি ৫০০ টাকা বা তার কম হতো তাহলে সেই করদাতাকে সম্পত্তি কর সম্পূর্ণ রূপে ছাড় দেওয়া হতো। কিন্তু চলতি অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে কলকাতায় নয়া এলাকা ভিত্তিক কর নির্ধারণ ব্যবস্থাপনা চালু হওয়ায় এই প্রক্রিয়ায় তা ৫০০ টাকা বাড়িয়ে দু'হাজার টাকা করা হলো। অর্থাৎ কলকাতার যেসমস্ত করদাতার ভূসম্পত্তির বার্ষিক মূল্যায়ণ ২০০০ টাকা বা তারও কম হবে তাহলে সেই কর দাতার সম্পত্তি কর কলকাতা পুরসংস্থা সম্পূর্ণরূপে মকুব করবে। ওই বিলে আরও একটি সংশোধনী বিষয়ে পুরনো নিয়মে কলকাতাস্থিত প্রতিবন্ধী, বিধবা, অশীতিপরদের জন্য নির্দিষ্ট ক্যাটেগরিভুক্ত করদাতাদের ভূসম্পত্তির বার্ষিক মূল্যায়ন যদি ১০০০ টাকা বা তার কম হতো তাহলে তাদের সম্পত্তি কর পুর কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে মকুব করে দিত। কিন্তু নয়া সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে নয়া এলাকা ভিত্তিক করনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ওই নির্দিষ্ট ক্যাটেগরির করদাতারা সম্পত্তি করের ওপর পাঁচ শতাংশ নয় বার্ষিক দশ শতাংশ কর ছাড় পাবেন।

পরিবর্তনের পর স্বাস্থ্য পরিষেবা বেড়েছে, মিলছে সুফলও

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে শেষ ছ'বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা–মাটি মানুষের সরকারের জন্য সুহানা সফর চলছে। ছোট্ট নগণ্য একটি দৃষ্টান্ত হল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর। রাজ্যের সদ্যোজাত শিশুর বিশেষ যত্নের জন্য রাজ্যে ৩০৭টি 'সিক নিউ বর্ণ স্টেবিলাইজেশন ইউনিট' (এসএনএসইউ) খোলা হয়েছে। ২০১১–এর আগে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় 'অসুস্থ নবজাতক স্থিতিস্থাপক ইউনিট'র কোনও অস্তিত্বই ছিল না। সদ্যোজাত এবং শিশুর মৃত্যুহার কমানোর জন্যে সদ্যোজাতদের বিশেষ যত্ন দেওয়ার উদ্দেশ্য ২০৬৩টি শয্যাবিশিষ্ট ৬৫টি 'সিক নিউবর্ণ কেয়ার ইউনিট' (এসএনসিইউ) কার্যকর আছে। চলতি অর্থবর্ষের মধ্যে আরও পাঁচটি এসএনসিইউ খোলা হবে। ২০১১–র আগে এ রাজ্যে মাত্র ছ'টি 'অসুস্থ নবজাতক পরিচর্যা ইউনিট' ছিল। প্রস্তাবিত ১৬টি 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব' (এমসিএইচ)–এর মধ্যে মা ও শিশুর যত্নের জন্য অত্যাধুনিক সুবিধাসহ ছ'টি এমসিএইচ সক্রিয় হয়েছে। আরও তিনটি এমসিএই এই অর্থ বছরেই খুলে যাবে। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় গর্ভবতী মায়েদের সময় মতো প্রসব–সংক্রান্ত জটিলতার সমাধানের জন্য 'ওয়েটিং হাট' বা 'প্রতীক্ষা গৃহ' নামে একটি অভিনব প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। তিনটি প্রতীক্ষা গৃহ ইতিমধ্যে কাজ করতে শুরু করেছে। ফলস্বরূপ, প্রসূতি মৃত্যুর হার ও শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। গত ছ'বছর রাজ্যে সাতটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ (চারটি সরকারি ও তিনটি বেসরকারি) খোলা হয়েছে। সেখানে মেডিক্যাল পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। কোচবিহার (দু'টি), কার্শিয়াং, রায়গঞ্জ, পুরুলিয়া, নদিয়া, রায়পুরহাট, ডায়মন্ড হারবার, ভাঙড়ে আরও ন'টি মেডিক্যাল কলেজ খোলা হচ্ছে। প্রায় ২৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যে ৩০০–৫০০ শয্যাবিশিষ্ট ৪২টি সুপার স্পেশালিক হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে। ৩৪টি হাসপাতালে ইতিমধ্যেই বহির্বিভাগ কাজ করছে। জরুরি পরিষেবার ওপর জোর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের হাসপাতালে ৩৭টি 'ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট' (সিসিইউ) এবং ২১টি 'হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট' (এইচডিইউ) খোলা হয়েছে। মার্চ, ২০১৮–র মধ্যে আরও ১৪টি সিসিইউ–এর কাজ শুরু হবে। ২০১১–র আগে কোনও জেলা বা মহকুমা হাসপাতালে কোনও সিসিইউ ছিল না। 'জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার' (জিডিএমও) পদের জন্য নিয়োগ সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে রাজ্যের বাইরে নথিভুক্ত এমবিবিএস চিকিৎসকদের পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। ফলে রাজ্যের বাইরে থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ করতে আসা যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসককে রাজ্য পেয়ে উপকৃত হবে। সম্প্রতি হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড দ্বারা সুপারিশ করা ৮৯৭ জন মেডিক্যাল অফিসারের মধ্যে দেখা গিয়েছে ১৪৩ জন অফিসার রাজ্যের বাইরে নথিভুক্ত। শিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সের সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে ন'টি নতুন নার্সিং ট্রেনিং স্কুল খোলা হয়েছে। আরও পাঁচটি ট্রেনিং স্কুল মার্চ ২০১৮–এর মধ্যে কাজ শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৩৬৫টি নার্সিং আসন বাড়ানো হয়েছে এবং চলতি অর্থবর্ষের মধ্যে আরও ৯৬০টি আসন যোগ করা হবে। নার্সিং কলেজ ও স্কুলে এখনও পর্যন্ত ২০টি দক্ষতাবর্ধক ল্যাবরেটরি খোলা হয়েছে যা কর্মরত নার্সিং কর্মীদের দক্ষতা বাড়িয়েছে। এর উদ্দেশ্য প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো। ২০১১–এর আগে রাজ্যে এ ধরনের দক্ষতাবৃদ্ধিকারী ল্যাবরেটরি ছিল না। 'মধুরস্নেহ'– এসএসকেএম হাসপাতালে পূর্ব ভারতের প্রথম মানবদুগ্ধ ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে একটি 'কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক'ও খোলা হয়েছে। নদিয়ার কল্যাণীতে জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। মাস্টার অব পাবলিক হেলথ–এ প্রথম ব্যাচে'র প্রশিক্ষণ ২০১৬–য় শুরু হয়েছে। পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ (বর্ধমান, বাঁকুড়া সম্মলনী, মেদিনীপুর, নীল রতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও কল্যাণী জেএনএম হাসপাতাল) টেলি মেডিক্যাল কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বর্তমান ও নতুন মেডিক্যাল কলেজে ১৭৯৫টি আসন (এমবিবিএস ও বিডিএস) বাড়ানো হয়েছে, যার ফল স্বরূপ মোট আসনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১৫০টিতে। পরিকল্পিত বাজেটে ২০১৭–'১০তে রেকর্ড পরিমাণ ৩২৯৯ কোটি বরাদ্দ হয়েছে। ২০০৯–'১০ অর্থবর্ষে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৫৭১ কোটি টাকা।

আধুনিকতার গোলকধাঁধা থেকে উদ্ধার মিলবে ত্রিধারায়

পার্থসারথি গুহ

জীবন যত আধুনিকতার দিকে এগিয়ে চলেছে ততই তার সাইড এফেক্ট এসে গ্রাস করে নিচ্ছে আমাদের। আর তার পরিণামস্বরূপ হারিয়ে যাচ্ছে নানা স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত প্রবৃত্তি। সেজন্য মানব সমাজ এখন এক সন্ধিক্ষণের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। যার তীব্র ঘনঘটা এসে গিলে নিচ্ছে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের জয়গানকে। বস্তুত আধুনিকতার এই অভিশাপ থেকে মানুষ যাতে প্রকৃত আধুনিকতা তথা মানসিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে পারে তাকে সামনে রেখে ত্রিধারা সম্মিলনী এবারের পুজোর থিমই করেছে 'মোড়কে মানুষ'। আধুনিকতার মেকি খোলসে কেমন সেঁধিয়ে যাচ্ছে এখনকার নব প্রজন্ম তাও তুলে ধরা হয়েছে এই পুজোর বাতাবরণে। সত্যি বলতে গৌরাঙ্গ কুইল্যার এই নতুন প্রয়াস নিঃসন্দেহে তিলোত্তমার একটা বড় অংশকে টেনে আনবে দক্ষিণের মনোহরপুকুরে ত্রিধারার পুজো মণ্ডপে। সম্প্রতি সমাজের নানা স্তরের গুণী ব্যাক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এই থিম উদ্বোধন অনুষ্ঠান। থিম মেকার ছাড়াও ত্রিধারার যাবতীয় ড্রিম মেকার তথা কলকাতার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের আমন্ত্রণে হাজির ছিলেন থিম সংয়ের অন্যতম রূপকার জয় সরকার (অন্যজন লোপামুদ্রা), ক্লাব সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক অনুপম দাশগুপ্ত, বণিকসভার প্রতিনিধিবৃন্দ ও লন্ডন ক্যামডেনের দুর্গাপুজো কমিটির এক প্রতিনিধিদল।

লন্ডনের ক্যামডেন পুজো কমিটি ও ত্রিধারার এই মেলবন্ধনে উঠবে কন্যাশ্রীর সাফল্যের কথাও। স্কাইপের মাধ্যমে ত্রিধারার মঞ্চ থেকে ক্যামেডেনের এই থিম প্রত্যক্ষ করবেন তিলোত্তমাবাসী। অপরদিকে ক্যামডেনের দর্শকারাও চোখে মেলে দেখবেন ত্রিধারার এই অভিনব থিম। সবমিলিয়ে আধুনিকতার বিপদকে বিশ্বায়নের যৌথ মঞ্চ থেকে তুলে ধরা হবে সচেতনভাবেই। পাশাপাশি কলকাতাকে লন্ডন করে তোলার যে স্বপ্ন বঙ্গনেত্রী দেখেন তারও সফল রূপায়ণ হবে, অন্তত পুজোর মাধ্যমে হলেও।

গত কয়েকবছর ধরেই কলকাতার পুজো মানচিত্রে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে ত্রিধারা। কখনও রাজস্থান, কখনও বুদ্ধদেব কখনও আদিবাসীদের দুনিয়া অসাধারণ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এই পুজোয়। ফলে এবারের থিম নিয়ে তাই আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপকভাবেই। আধুনিকতার বিপদ যে কি তা স্মার্ট ফোন কানে মৃত্যুর একাধিক ঘটনায় প্রমাণ মিলেছে। এছাড়াও জীবনের স্বাভাবিক বৃত্তি হারিয়ে যাচ্ছে এমন অনেক আধুনিকতার ছোবলে। ত্রিধারার থিমের মাধ্যমে মানুষকে বোঝানো হচ্ছে যে যান্ত্রিক আধুনিকতা নয় শুদ্ধ মনের বিকাশ হল সবচেয়ে জরুরি। সেই অঙ্কেই আলাদা রূপ দেওয়া হয়েছে সমগ্র প্রয়াসটিকে।

শিক্ষার হার বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভাড়েকর গত ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে নতুন দিল্লিতে এই দিবসটি সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতার মাঝে তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার ৮১ শতাংশ। ২০১১–র জনগণনায় সাক্ষরতার হার ছিল ৭৪ শতাংশ। আর ১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতার সময়কালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১৮ শতাংশ।

জিএসটি নথিভুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যের ৭৭ শতাংশ ব্যবসায়ী জিএসটি–তে তাদের ব্যবসার নাম নথিভুক্তিকরণ করেছেন। জানালেন পূর্বাঞ্চলের জিএসটি এবং সিএক্স দফতরের মুখ্য মহাধ্যক্ষ অরবিন্দ সিংহ।

দি ইন্টার ন্যাশানাল অ্যাসোসিয়েশন অফ লায়ন্স ক্লাব

WHERE THERE'S A NEED THERE'S A LION
SINCE 1917

ডি. জি. শ্যামপ্রসাদ ব্যানার্জীর শ্লোগান
''মাই ক্লাব মাই প্রাইড'' অবলম্বনে পথ চলা
বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাব

ডিস্ট্রিক্ট – 322C1 ক্লাব নং – 131384 জোন নং – XIX রিজন – 9

আমাদের সদস্য লায়ন্সগণ

লায়ন্স রবীন চ্যাটার্জী লায়ন্স সুপ্রিয় রায় লায়ন্স অশোক দাস লায়ন্স ডাঃ অর্ণব ঘোষ লায়ন্স অশোক মিত্র লায়ন্স নাজির হোসেন সিপাই লায়ন্স অনুপ দাস লায়ন্স সার্থক দত্ত লায়ন্স সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ লায়ন্স মনোতোষ মণ্ডল লায়ন্স সৌমেন মাইতি লায়ন্স প্রভাস গরাই লায়ন্স সরোজ কান্তি পাল লায়ন্স বরুণ ঘোষ লায়ন্স বাবলু গরাই লায়ন্স প্রিয়ব্রত ঘোষ লায়ন্স গণেশচন্দ্র পাল।

শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সভাপতি
কাজল দত্ত
9830251912

সম্পাদক
বাবুরাম মণ্ডল
9836130887

কোষাধ্যক্ষ
সুনীলকুমার বেরা
9830057942

মাঙ্গলিকী

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের আপনজন কবি ও সমাজসেবী ফারুক আহমেদ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ভরতগড় গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার উত্তর গরাণবোস গ্রামের অতি সাধারণ পরিবারের ছেলে ফারুক আহমেদ সরদার হলে একজন লেখক ও সমাজসেবী। তিনি অবহেলিত বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা সুন্দরবন তথা বাসন্তী ব্লকের মানুষের নানান সমস্যা–দুঃখ ও যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন তাঁর লেখায়। সুন্দরবন অঞ্চলের প্রকৃতি উজাড় করে তার রূপ ঢেলে দিয়ে লক্ষ্মীর ভাঁড়ার কিন্তু আশারঞ্জক নয়। রীতিমতো পিছিয়ে পড়া মানচিত্রে একটা অন্যতম নাম সুন্দরবন। কিন্তু সমাজের সেবামূলক কাজে বারংবার উঠে এসেছে এই সব অঞ্চলের অনেকেরই নাম। এরকমই একজন সমাজসেবী ও কবি হলেন ফারুক আহমেদ সরদার। বাসন্তী ব্লকের মানুষের বিপদ আপদ ও কোনও সমস্যা হলে ফারুকবাবু যদি জানতে পারেন তাহলে বিডিও, থানা, হাসপাতাল বিএলআরও, এসডিও যেখানেই হোক তিনি একান্তভাবে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধান করেছেন। ফারুকবাবু সারাবছর ভিন্নমুখী সেবামূলক কাজ করে

থাকেন। উল্লেখ্য গত ৪ জুলাই ২০১৭ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বাসন্তী ব্লকের নানান উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য ২কাঠা জায়গা দান করার প্রস্তাব দিয়ে চিঠি দেন। তাঁর এমন মাতৃসুলভ প্রচেষ্টা ভাবাবেক সত্যি সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি চিঠির মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানান– বাসন্তী কলকাতা হাইওয়ের কাছে যদি সরকার ভিন্নমুখী প্রকল্পের সচেতনতা কেন্দ্র গড়ে তোলেন তাহলে তাঁর ২ কাঠা জায়গা সরকারকে নিঃশর্তভাবে দিতে প্রস্তুত।

উল্লেখ্য এমনই সমাজসেবামূলক কাজের জন্য সাধুবাদ জানিয়ে প্রশংসা পত্র প্রদান করেছেন লোকাল বিধায়ক, বিডিও, ওসি প্রাক্তন মন্ত্রী সহ অনেকে। ফারুকবাবু বলেন, আমি কোনও লেখক নই আমার ইচ্ছা সুন্দরবন তথা বাসন্তী ব্লকের মানুষের জন্য কিছু করা এবং সামান্য লেখালেখির মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র মানুষদেরকে তুলে ধরা।

এবিষয়ে বাসন্তীর বিডিও কল্লোল বিশ্বাস বলেন হাঁ, শুনেছি ফারুক আহমেদ সরদার তাঁর সমাজসেবার মাধ্যমে এলাকায় বিশেষ পরিচিত। অন্যদিকে ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রামদাস বলেন ফারুকবাবুর মতো লোক হয় না। তিনি সর্বদাই সমাজের কোননা কোন কাজ নিয়ে পড়ে থাকে। তিনি যেভাবে সমাজের কাজ করে চলেছেন তা এলাকার সর্বস্তরের মানুষজন জানেন। ফারুকবাবুর সম্বন্ধে কাউকে বলার আগে তিনি বলে দেন।

কুলতলীতে (বাসন্তীর) অসহায় প্রতিবন্ধী ফাল্গুনী সরদারকে অর্থ সাহায্য করছেন ফারুকবাবু।

‘শব্দকিরণ’–এর আগামী অনুষ্ঠানের আরও সংবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর জীবনানন্দ সভাগৃহে জনাই থেকে প্রকাশিত উজ্জ্বল ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা শব্দকিরণের যে শারদ সংখ্যার প্রকাশ উপলক্ষে সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠান হতে চলেছে, ওই অনুষ্ঠানে আরও কিছু ‘সম্মাননা’র ব্যবস্থা করেছেন ‘শাশ্বত অরুণা বর্ধন স্মৃতি রক্ষা কমিটি। অনুষ্ঠানের এক বিশেষ পর্বে উপরোক্ত স্মারক পদ, মানপত্র প্রদান করা হবে শব্দকিরণ পত্রিকার যুগ্ম কার্য্য নির্বাহি সম্পাদক তথা সুখ্যাত প্রবন্ধক শ্রদ্ধেয়া পুষ্পা চক্রবর্তীকে। একই সম্মাননা প্রদান করা হবে বীরভূম থেকে প্রকাশিত সুখ্যাত ‘গ্রামীণ সবুজ রশ্মি’ পত্রিকার অধিকর্ত্রী, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞা শ্রদ্ধেয়া অন্তরা (মুন্না) চ্যাটার্জিকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির নির্দেশক থাকবেন আমাদের (আলিপুর বার্তা) সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকির উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। তাঁর সাথে আসরে উপস্থিত থাকবেন ‘অরুণা বর্ধন স্মৃতি রক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ। শব্দকিরণের ২৩ সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার থাকবে আলিপুর বার্তা।

শিশির মঞ্চে বিভাব নাট্য গোষ্ঠীর নাটক মন্ত্রগুপ্তি

সব্যসাচী সান্যাল

বর্তমান সময়ে এই প্রজন্মকে থিয়েটারের আঙিনায় নিয়ে এসে তাদের সাংস্কৃতিক মনস্ক করে,নাটকের প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে বিগত প্রায় ২০ বছর ধরে বিভাব নাট্য গোষ্ঠী নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিভিন্ন নাট্য মঞ্চে তাদের উপস্থাপনায় অনেক সামাজিক নাটক গুণিজনদের স্বীকৃতি পেয়েছে। সাম্প্রতিক শিশির মঞ্চে তাদের প্রযোজিত নতুন নাটক মন্ত্রগুপ্তি একটু ভিন্ন স্বাদের। আজকের যুব সমাজের সূর্য সেন,প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে তার ইতিহাস অনেকের জানা নেই। এদের দেশমাতৃকার টানে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম ব্রিটিশ সিংহাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং ইংরেজরা সবসময় তটস্থ থাকত তা নাটকের সংলাপের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে গান্ধী নেহেরুর অসহযোগ আন্দোলনের কথাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৭০ এর দশকে মহান বিপ্লবীদের জীবনী নিয়ে কিছু চলচিত্র তৈরি হয়েছে যা পরবর্তীকালে নানা আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে এই সমস্ত বিপ্লবীদের কথা মানুষ ভুলতে বসেছে। সমাজে অপরাধমূলক কাজ বেড়ে যাচ্ছে,মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে এবং দেশাত্মবোধ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এই রকম একটা সময়ে বিভাব নাট্য গোষ্ঠী তাদের এই নাটকের উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের কথা মনে করিয়ে দিল। সব থেকে দু:খের বিষয় যে এদের আত্মত্যাগের কথা কোথাও বলা হয় না এবং সিঙ্গুর,নন্দীগ্রামের মত গুরুত্বহীন বিষয়গুলি বিদ্যালয়গুলির ইতিহাসের পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে। সেই দিক থেকে এই অমর দেশপ্রেমিক শহিদদের নিয়ে বিভাব নাট্য গোষ্ঠীর সফল নাট্য প্রযোজনা প্রশংসার দাবি রাখে।এই নাটক দেখার পর মানুষের মনে আবার নতুন করে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে। নাটকটির মধ্যে কোনও কাল্পনিক চরিত্র নেই এবং বর্তমান সময়ের সমাজধর্মী নাটক ও দূরদর্শনের মেগা সিরিয়ালে ক্রমাগত চলা একঘেয়েমি গল্প থেকে সম্পুর্ণভাবে আলাদা যা একাঙ্ক নাটকের মধ্যে দিয়ে অতীতের বিষয়গুলি তুলে ধরা যথেষ্ট মুন্সিয়ানার প্রয়োজন। মন্ত্রগুপ্তি নাটক মুলত মাস্টারদার জীবনকাহিনী। তাঁর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। আমাদের অনেকেরই জানা নেই মাস্টারদা ফুলশয্যার রাতেই স্ত্রী পুষ্প দেবীর সম্মতিক্রমে বিপ্লবী কর্মযজ্ঞে পুনরায় আত্মনিয়োগ করেন । সেই দিক থেকে দেখতে গেলে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা বিপ্লবীদের ইতিহাসের পটভূমিতে

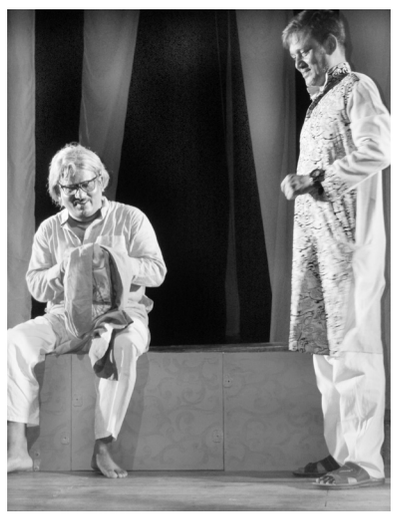

এই নাটক তৈরী হয়েছে। সূর্য সেনের নির্দেশ মতো ৮ জনের একটি দলে ১৯৩৩ সালের ১৪ আগষ্ট ইউরোপিয়ান ক্লাবে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে বহু ব্রিটিশ নাগরিককে হত্যা করে এবং এদেশে থাকা সেই সময়ের ব্রিটিশদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। বিপ্লবীরা অসম লড়াইতে হার মানতে বাধ্য হয় এবং ধরা পড়ার আগে প্রীতিলতা সাইনাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। সূর্য সেনের একান্ত অনুগত শিষ্য জীবন সেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৭০ দশকে জুট মিলে চাকরির সাথে শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে তোলে। যে রাজনৈতিক নেতা পেনশন পাইয়ে দেবার উদার মনোভাবের পরিচয় রাখার চেষ্টা করে আসলে সে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে অনেক বিপ্লবীকে ব্রিটিশদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল এবং তাকে জীবন সেন চিনতে পারে ও পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নাটকের দলে নতুন সদস্য হওয়া সত্ত্বেও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ভূমিকায় রূপা বসুর অভিনয় এবং সূর্য সেনের নির্দেশ মত মিলিটারি পোশাকে হাঁটা চলা,মঞ্চে স্কুল করে ব্রিটিশ পুলিশের সাথে গুলির লড়াই করার অভিনয় প্রাণবন্ত মনে হয়েছে। সূর্য সেনের পত্নী পুষ্পলতার অন্তরের প্রকাশ এবং তার স্বামীর প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সীমা দে যা শ্রোতার মন ছুঁয়ে যায়। অপূর্বর ভূমিকায় রাজা ব্যানার্জির,মায়ার ভূমিকায় রমা পালের আবেগমিশ্রিত অভিনয় সকলের ভাল লেগেছে।নতুন নাটক উপস্থাপনা করতে গিয়ে নাটকের কলাকুশলীরা চেষ্টার ত্রুটি করেনি। এই নাটকের কাহিনী সূত্র অনন্ত সিংহ,নাট্য ভাবনা সঞ্জয় সেনগুপ্ত,মঞ্চভাবনা প্রবীর হাইত,আবহ নগেন দত্ত ও অরুণ চৌধুরী,আলো দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী/নান্টু পাল,সহকারী নির্দেশনা রাজা ব্যানার্জী,নির্দেশনা বিপ্লব মুখার্জী,অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন জীবনসেনের ভূমিকায় সঞ্জয় সেনগুপ্ত,অপূর্ব মজুমদারের ভূমিকায় রাজা ব্যানার্জী,মায়াদত্তর ভূমিকায় রমা পাল,প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ভূমিকায় রূপা বসু,সত্যব্রত রায়ের ভূমিকায় তাপস চক্রবর্ত্তী,সুবলসিংহের ভূমিকায় নির্মল মৃধা,পুপমালার ভূমিকায় সীমা দে ও সূর্য সেনের ভূমিকায় নান্টু পাল। নাটকের বিষয়বস্তু এবং নাটকের কলাকুশলীদের সাবলীল অভিনয় প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সূর্য সেনের ভূমিকায় নান্টু পালের অভিনয়ে আবেগের প্রকাশ কম ছিল। হয়ত গোড়ার দিকে নাটক বলে এখনো অনেকের অভিনয় সেরকম ভাবে দর্শক উপলব্ধি করতে পারছেনা। কিন্তু পরবর্তীকালে দর্শকদের বুঝতে অনেকটা সুবিধা হবে। আবহ সঙ্গীত এবং প্রয়োজনীয় আলো দিয়ে সুর্য সেনের ফাঁসির মঞ্চ আরো ভালভাবে উপস্থিত করা যেত। নাটক পরিবেশনের ছোটখাট ত্রুটি সংশোধন করে নিলে আগামী দিনে নাটকের পরিবেশনা আরো বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

শরতের বৃষ্টি

স্বরূপ চক্রবর্তী

শরতের বৃষ্টি ধুয়েছে শিশির
শিউলি ফুল আর সবুজ ঘাসের
সুবর্ণরেখার পাড়ে কাশবন
সাক্ষী অলৌকিক জ্যোতস্নার,
হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছি কতদূর
শরতের ছোট্ট বিকেলে –
আদিবাসী গ্রামে প্রথম দেখা
অনেক না পাওয়াতে সেইসব হাসিমুখ ।

শরতের বৃষ্টি ধুয়েছে শহীদবেদির
জমা ময়লা, রক্তের দাগ অতীতের
সংগ্রামী চেতনার প্রতিবাদী পতাকা
হাওয়ার প্রতিকূলে – নিঃসঙ্গ উতসবযাপন ।

শরতের বৃষ্টি ধুয়েছে তাজমহল শরীর
ধুতে পারেনি শাজাহান হৃদয়।
(বিদ্যাসাগর, কল–৪৭)

আসুক হাসুক

মীরা হালদার

আসছে পূজো আসুক
বঙ্গভূমি ভাসুক
কাশের বনে লাগবে দোলন
সব শিশুরা হাসুক

আসছে পূজো আসুক
মা দুগ্গা আসুক
অসুরগুলো সাবাড় করে,
মা দুগ্গা হাসুক ।
(বাড়ীভাঙাবাদ, দঃ২৪পরগনা)

আমন্ত্রণ

অবশেষ দাস

একদিন ফোনে এসো মনে কিছু করো না
দু একটি শব্দ ব্যয় হবে হয়তো
স্ক্রিন থেকে বের হয়ে দূরের ওই ধানক্ষেতে
পা জোড়া রাখো ....
তোমার হাসির রোদে শরতের নদীটাই প্রেম
ধানের দুধেল শিষ কিশোরীর অভিমান
প্রসবের উতসবে নতুন এক কাব্যের গাছ !
(ফতেপুর, ফলতা, দঃ২৪ পরগণা)

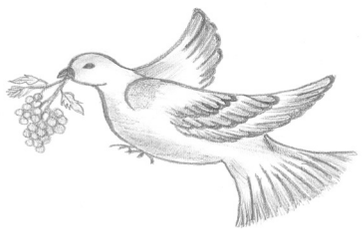

আড়াল

দীপ্তি বণিক

ইদানিং অসুস্থ সুস্থের খবরটাই
ফ্যাকাসে চাঁদ ।
শান্ত হল পাখির ডাক, স্থির পৃথিবীর ডানা,
চিরকাল যা তা বেরিয়ে যায়
গোপন সন্ধ্যার আলিঙ্গনে
স্পষ্টতই স্পর্শমাত্র বর্ণহীন বিদ্রুপের
অ্যালবাম, খরায় পুরে, বর্ষায় ভিজে,
শীতে হিম হল, গোলাপের বন,
সবুজ গাঢ় ঘুম প্রতিটি ।
অনুভবকে মোছায়, ধুয়ে দেয় প্রকৃত রঙ ।
এখন কথা বলুক বুকের সঙ্গে বুক ।
সুস্থ হোক আড়ালের বেড়া নিয়ে ।
(দীঘির পাড়, ফলতা, দঃ২৪ পরগনা)

বিষণ্ণ বাতাস

শশাঙ্ক শেখর মাইতি

বিপন্ন পৃথ্বীর জ্বালাময়ী বিষণ্ণ বাতাস
আটপৌরে নিস্তব্ধতার কলেবর ভেঙে
এলোমেলো উদভ্রান্ত
ব্যাথাক্লিষ্ট বিধ্বংসী বিভ্রাট
এখন অশান্ত
সুখের ঘরে আগুন
শান্তির পায়রা পোড়ে
প্রীতিহীন অন্তর্দহন আঁচে
বিয়োগান্তের করুণ আর্তনাদে
আত্মিক বঞ্চনার হাহাকারে
দিশাহীন প্রাণ –
ঘুরে বেড়ায় সারা বিশ্ব জুড়ে
মুক্তিকামী মনের প্রতিটি দ্বারে ।
(দাসপুর, দঃসুরেন্দ্রগঞ্জ, দঃ২ পরগনা)

মানব সেতু

পার্থ সারথি সরকার

ইছামতির ওপারে নৌকা ভাসে
এপারে নৌকা ভাসে
মাঝে শেকলের মত অদৃশ্য রেখা
দু–পাড়ের আকুলতায় ধুয়ে যায় দাগ
একই জলের ধারায়
একই সুখের টানে
প্রতিমা ভাসান যায়
নৌকায় নৌকায় মাটির কথা হয়
কাঁটাতার ভীষণ আঁচড়ায়
দু–পাড়ের নৌকাগুলো জুড়ে গেলে
সারিবদ্ধ মানুষের মিলন
সেতু হয়ে যায় ।

আশা

আরতি ভট্টাচার্য

তোমার চোখের তারায়
দেখব বলে
আকাশের ঐ নীল তারা
তোমায় ডেকে ডেকে
ক্লান্ত আমি
তবু কেন তোমার
নেই সাড়া ।
অবশেষে দিনের শেষে যখন
পেলাম দেখা
তারা কোথায় ? চোখ দুটে তো
মোটা চশমায় ঢাকা !
(চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউদিল্লী–১৯)

শূন্যতা

পৃথা দাস

টেবিলে চৌকো কার্ডবোর্ডের বাক্স
রঙিন মোড়কে ঝকঝকে
তীক্ষ্ণ ছুরির ফলায় এ ফাঁড়ে ও–ফাঁড়ে
বাক্সের ভর–মাত্রা–আয়তন ।
ছুঁড়ে দেওয়া দেওয়ালের পাশে
ধাক্কা খেয়ে গড়ায় শূন্য বাক্স
মোড়ক দুমড়ে বার্ধক্য ।
যান্ত্রিক যাপনে স্রোতের অতলে
ভাঙা হৃদয়ও শূন্য বাক্সের মত
ধাক্কা খেতে থাকে
জীবনের অভিঘাতে ।
(চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউদিল্লী–১৯)

ভোরের পাখী

জ্যোতিষ প্রামাণিক

পূবের গগনে উষা হাসিমুখে আসে,
রঙীন জ্যোতিটা নিয়ে আলোর আভাসে
রক্তিম বর্ণ আকাশ, আলো আর আলো
আমি বলি উষা দিদি আছো তুমি ভালো ?

সুবর্ণ আলোক রেখা দেখে পাখী সব
বাসায় বাসায় তারা করে কলরব
উড়ে গিয়ে কেউ বসে চালে ডালে ছাতে
শুধায় সবারে ভালো ছিলে কাল রাতে ।
(দীঘির পাড়, ফলতা, দঃ২৪ পরগনা)

হৃদয় পাখী

রাজেশ মণ্ডল

হৃদয় পাখী মেলেছে ডানা
সাদা মেঘের সনে
নীল আকাশ আর স্নিগ্ধ বাতাস
চলে আপন মনে ।

বাতাসে আজ খুশীর গন্ধ
বড় খুশীর দিন
উতসবের এই আনন্দধারায়
পাখীর মন হল রঙীন
পাখী যদি দিত ধরা আমার হৃদয়ে
আজীবন রইত সে হৃদয়–পাখী হয়ে ।
(বিদুপাড়া, পোঃ সোমপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

অন্য ম্যাজিক –সাত্ত্বিক থেকে নাস্তিক

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বরিষ্ঠ জাদুকর প্রতিদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে পাড়ার মোড়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে চটি–জুতো খুলে দু–হাত এক করে একবার কপালে ঠেকিয়ে, চোখ বুজে ঠাকুর প্রণাম করেন। তারপর ফের পাদুকা গ্রহণ করেকাজে রওয়ানা

হয়ে যান। সেদিনও ভদ্রলোক বিকালে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে চটি খুলে যথারীতি ঠাকুর–প্রণাম সারলেন, যদিও তখন মন্দির খোলেনি। প্রণাম সেরে চোখ খুললেন আর দেখলেন মন্দিরের যিনি দেখভাল করেন (পুরোহিত নন) সেই মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিটি তাঁর দিকে খুব ঔতসুক্যের সাথে তাকিয়ে আছেন । তারপর বললেন, একটু তুলবেন ।

–কি তুলবো, জানতে চাইলেন বরিষ্ঠ জাদুকর ।

–এই মন্দিরের শাটার–টা, তুলতে পারছিনা, জলে–বৃষ্টিরে জ্যাম হয়ে গেছে !

–এ্যাঁ .. না না আমার হাতে অত জোর নেই, বলেই বরিষ্ঠ জাদুকর পায়ে চটি গলিয়ে

হনহন্ করে এগিয়ে গেলেন । পরের দিন থেকে ওই জাদুকর আর ওই মন্দির কেন, কোনও মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ঠাকুর প্রণাম করেন না । জাদুকর বরাবরের মত সাত্ত্বিক থেকে নাস্তিক হয়ে গেলেন !

অণু গল্প

ক্ষমা সুন্দর

আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায়

বসতে সীট পেলে আমার বই পড়ার অভ্যাসের সাথে এ পথের নিত্য যাত্রীদের পরিচয় । সামনের সীট–টা খালি হতে রবীন্দ্রভারতী থেকে ওঠা চেনামুখ লালচে জড়ুলের তরুণী একটি ধাক্কায় আমাকে সরিয়ে সীটের দখল নিল । তারুণ্যের প্রকাশ দেখাতে গিয়ে প্রৌঢ়ত্বের দাবী গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি । হাতের বইটাতে হাত বুলাই, কালই ফেরতের দিন । চিড়িয়ামোড়ে নামবার সময়, এবার বসে পড়ুন, ব্যঙ্গ করে নেমে গেল । বিস্মিত ব্যথিত আমি !

মাঝে বছর তিনেক পর এখনও নিত্যযাত্রী আমি, সে পথে । গালে লালচে জড়ুল এতদিন পর! কাঁধে বই নেই, কোলে ঘুমন্ত শিশু, দণ্ডায়মান অনভ্যস্ত নবীন মায়ের চোখে নীরব আর্তি।

এই লালচে জড়ুলের সে দিনের আচরণ ভুলিনি । তবু ব্যাথা পায়ে উঠে দাঁড়াই বই মুড়ে । মায়ের সাথে শিশুর স্বস্তি । মাতা মেরির কোলে যীশু যেন । আমার ভালো লাগে ।

সেই মেয়ে আজ কৃতজ্ঞতা জানাতে বা সেদিনের জন্য ক্ষমা চাইতে নত নয়নে বলে, এতদিন পরে আপনাকে চিনতে পেরেছি । স্মৃতি হাতড়ে

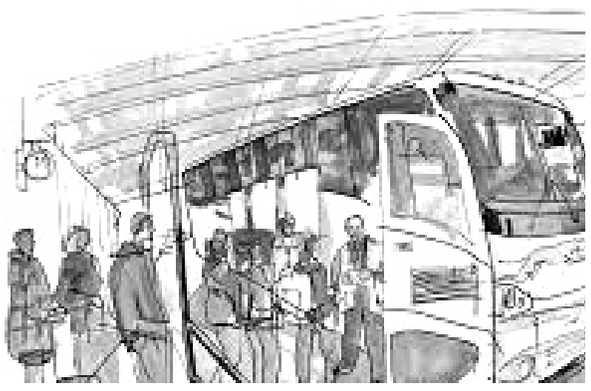

অনুতপ্ত মেয়ের সে দিনের নিজেকে চেনারই কি এই স্বীকারোক্তি! অনুতপ্ত মায়ের আজকের অনুভব বুকের শিশুতে সঞ্চারিত হোক । ভালবাসার ফুল হয়ে ফুটুক, ধরণী মধুময় হোক ।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ক্যারাটেতে পদকের ছড়াছড়ি

রিম্পি ঘোষ: কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুরন্ত জয়। কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছে বাংলার উঠতি খেলোয়াড় জয়ন্ত রায় কর্মকার। এইবছরই কলকাতাতে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন জয়ন্ত। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের ছাত্র জয়ন্ত সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। ৭বছর আগে কোন্নগরের মিলন সংঘ ক্লাবে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি জয়ন্তর। খুব অল্পদিন প্রশিক্ষণ নিলেও একাগ্রতা, অধ্যাবসায় ও নিরলস পরিশ্রমের জন্য জয়ন্তর এই সাফল্য বলে তারকবাবু মন্তব্য করেন। কোন্নগর রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো (২০১১) ও কুমিতেতে ব্রোঞ্জ জেতেন জয়ন্ত। ওই বছর জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় কাতায় ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি। এরপর আর তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। পরের বছর আয়োজিত জাতীয়স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রূপো, ২০১৩ সালে জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা ও কাতায় রূপো, আন্তঃ জেলা প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা, আন্তঃ রাজ্য প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা ও কাতায় ব্রোঞ্জ, ওই বছর জয়পুরে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতে ব্রোঞ্জ, ওই বছরই লখনউতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় কুমিতে রূপো, পরের বছর মুম্বইতে আয়োজিত জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো ও কুমিতে ব্রোঞ্জ, ২০১৫ সালে কোন্নগরে আয়োজিত জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগেই সোনা, ২০১৬ সালে আন্তঃ জেলা প্রতিযোগিতায় কাতায় ব্রোঞ্জ ও কুমিতে সোনা এই রকম পদক ঠাঁই পেয়েছে জয়ন্তর ঝুলিতে। এবার রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুরন্ত জয়। কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন কোন্নগর হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র বছর আঠারোর জয়ন্ত। জয়ন্ত কোন্নগরের ২৪ পল্লীর বাসিন্দা। পরিবারে রয়েছেন বাবা জগন্নাথ রায় কর্মকার (রেলের কর্মী), মা চন্দনা রায় কর্মকার (একজন গৃহবধূ) ও দিদি চন্দ্রিমা রায় কর্মকার। প্রিয় খেলা ক্রিকেট ও প্রিয় ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার। ক্যারাটেতে তাঁর আদর্শ কে এই প্রশ্নের উত্তরে জয়ন্তর চটজলদি উত্তর, ‘‘ প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার আমার আদর্শ। তাঁর মতো হতে চাই।’’ জয়ন্ত জানান ক্যারাটে শিখে ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চায় সে।

লাভপুর ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার লাভপুরে ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষ্যে জনপ্লাবন দেখা গেলো। আট থেকে আশি – বয়সের মানুষজনের উপস্থিতি ছিলো মাঠে। যা খেলার সৌন্দর্য্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার ছিলো ফাইনাল খেলা। লাভপুর যাদবলাল উচ্চবিদ্যালয় মাঠে দুপুর সাড়ে তিনটেয় খেলা শুরু হয়। ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয় লাভপুর একাদশ এবং বোলপুর টাউন ক্লাব। ১–১ গোল হওয়ায় ট্রাইব্রেকারে ফাইনাল খেলার মীমাংসা হয়। ট্রাইব্রেকারে ৩ –১ গোলে জয়ী হয় বোলপুর টাউন ক্লাব। রার্নাস হয় লাভপুর একাদশ। ফাইনালে ‘ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ’ বোলপুর টাউন ক্লাবের গোলকিপার আলোক রায়। ‘ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট’ কালি মুমু। মাঠের চারপাশ কানায় কানায় দর্শকে পরিপূর্ণ ছিলো। ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে ছাত্র – শিক্ষক ৮ ওভারের ক্রিকেট প্রীতি ম্যাচ হয়ে গেলো মহম্মদবাজার সুধাকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়ে।

গোবরডাঙায় দাবা প্রতিযোগিতা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙা, হাবড়া, অশোকনগর, দত্তপুকুর, আমডাঙা, বারাসত, রাজারহাট, মধ্যমগ্রাম এই আটটি অঞ্চলের অনুর্দ্ধ ১৪ থেকে ১৯ বছর বালক–বালিকাদের ‘দাবা’ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল গত ২৪ আগস্ট গোবরডাঙার খাঁটুরা প্রীতিলতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। মোট ৭৯ জন ছাত্রছাত্রী উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ইতিপূর্বে বারাসত মহকুমা স্তরে ওই প্রতিযোগিতা হয়। জেলা স্তরে এই প্রতিযোগিতার পরিচালনায় ছিলেন শিক্ষিকা সুস্মিতা নাথ, বেবি বিশ্বাস, ডলি ভদ্র, শুভেন্দু বিশ্বাস প্রমুখ। এছাড়া বিভিন্ন অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা অঞ্চলের ক্রীড়া বিভাগের সম্পাদক অসিত মণ্ডল, সাবডিভিশন–এর যুগ্ম সম্পাদক ঝর্ণা সরকার উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রাবণী বিশ্বাস প্রমুখ।

শারদীয় আলিপুর বার্তা প্রকাশিত

মা দুর্গার শক্তিরূপ নিয়ে লিখছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে

সেই স্বর্ণ যুগের দিকপালদের লেখায় আলোকিত পত্রিকা তাদের আবার

ফিরে দেখা

গল্প
ভবানী মুখোপাধ্যায়
শক্তিপদ রাজগুরু
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা
প্রেমেন্দ্র মিত্র
নচিকেতা ভরদ্বাজ

এছাড়াও এবার লিখছেন: বিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, অমিত সঞ্জয়, সুচিত চক্রবর্তী, বিশ্বেশ্বর রায়, টুকলু দত্ত, সৌমেন রায়, সুমিত দাসগুপ্ত, পাঁচুগোপাল মাজি, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

রোমহর্ষক সত্য ঘটনা অবলম্বনে প্রাক্তন পুলিশকর্তা অরিন্দম আচার্য্যের লেখা মুম্বাইয়ের সুন্দরী উদ্ধার

‘ধর্ম ও অধর্ম’ নিয়ে লিখেছেন সিদ্ধার্থ সিংহ

সুখ ও দুঃখের স্মৃতি নিয়ে ‘প্রথম কর্মজীবন’ নির্মল গোস্বামীর

জীবনে নারীর প্রেম ভালোবাসার ‘নবমূল্যায়ন করেছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

বাবুকালচারের দুর্গাপুজোর ব্যাঙ্গাত্মক ঘটনা নিয়ে ড. শচীন্দ্রানাথ বড় পণ্ডার ‘সেকালের কলকাতায় দুর্গোৎসবের ব্যাঙ্গ’

পশ্চিমবঙ্গ বিখ্যাত তার শিল্প নিয়ে আর অন্যতম ‘মৃৎশিল্প’ লিখছেন দীপক কুমার বড় পণ্ডা

চিত্রকর এবং ভাস্কর উমা সিদ্ধান্ত রূপ দিতেন দুর্গা প্রতিমার এই শিল্পীর কলমের জাদুতে ধরা পড়ল ‘শিল্পীর দৃষ্টিতে সমাজ’

জীবনের অভিজ্ঞতা জানাতে গঙ্গাসাগরের জীবন্ত ঘটনা ‘অ্যাক্সিডেন্ট’ লিখেছেন প্রণব গুহ

দমফাটা হাসির রম্যরচনা ‘অবলাকান্তের ভোজন –বৃত্তান্ত’ লিখছেন সুকুমার মণ্ডল

মুচকি হাসিতে সমাজের একটা দিক তুলে ধরেছেন অখিল পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের উপাচার্য্য বাসব চৌধুরীর ‘মাল–পো’

‘আমার প্রথম ম্যাজিক শো’ লিখেছিলেন জাদুকর নেহিভিল উইল্টশায়ার অনুবাদক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা জুড়ে প্প্রচুর তীর্থস্থান আর কিছু অসমান্য তীর্থস্থান নিয়ে লেখা ড. জয়ন্ত চৌধুরীর ‘তিন সুভাষ তীর্থে : কটক, কোদালিয়া, কার্শিয়াং

রসুনকে আমরা কত তোয়াক্কাই না করি কিন্তু ‘এক কোয়া রসুন দশজন মায়ের সমান’ লিখছেন ড. সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

সোশ্যাল মিডিয়া যে কতটা সোশ্যাল সেই নিয়ে অশোকেশ মিত্রর উপন্যাস ‘পার–মিতা ’

কবিতা
রত্নেশ্বর হাজরা
পি সি সরকার জুনিয়র
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
তপনদেব চট্টোপাধ্যায়
উদয় চক্রবর্তী
দীপঙ্কর চক্রবর্তী
অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন
সিদ্ধার্থ মুখার্জী

প্রচ্ছদ
বিজন দাস রায়
অলঙ্করণ
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

মুখোমুখি ড. শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার এবং সে যুগের চারুলতার কিছু অজানা কাহিনী নিয়ে এক বৃষ্টিভেজা দুপুরে অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে

রীতা ঘোষ

জন্ম : ২৭.০৫.১৯৫৫ মৃত্যু–২০.০৯.২০১৬

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। স্বামী–বাদল ঘোষ। পুত্র–কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, পুত্রবধূ–পুতুল ঘোষ, নাতি–রক্তিম ঘোষ, কন্যা–রীণা সরকার, জামাতা–অপূর্ব সরকার। নাতি–অর্ণব সরকার। দেওরপো–বাবু ঘোষ ও রাজা ঘোষ। ভাতৃদ্বয়–রথীন মিত্র ও রবীন মিত্র। ভগ্নী–রঞ্জনা সিংহ, বোনপো –বিল্টু সিংহ।

Lions Sharad Shamman' 17

Lions Club Of Kolkata Care

LIONS CLUBS INTERNATIONAL, DIST - 322C1

Well Wishers

Atrayee Dutta
P.K. Desarkar
Kanak Ballav Saha
Goutam Dutta
B. Jha

Subhendu Barik
Diptendranath B. Mullick
Basudev Bhattacharya
Aneeta Chandra
Dr. Goutam Dutta

Asit Desarkar
Jharna Desarkar
Anand Dewan
Prachi Dewan
Suparna Dutta

Tapan Ghosh
Kamal Banerjee
Mita Das
Pranab Bhusan Guha
Indu Jha

Malay Mondal
Arpita Mondal
Pallavi Jha
Amit Kumar
Manoj Kr. Misra

Sumit Mitra
Manjusree Saha
Jaya Sarkar
Rajesh Sarkar

Media Partner - ab Alipur Barta

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন’হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com